অনুবাদ
ইংরেজি থেকে বাংলা

ইন্টারপ্রেটিং ফোকলোর : ফোক কারা?

অ্যালান ডান্ডেস

অনুবাদ : নূরুননবী শান্ত

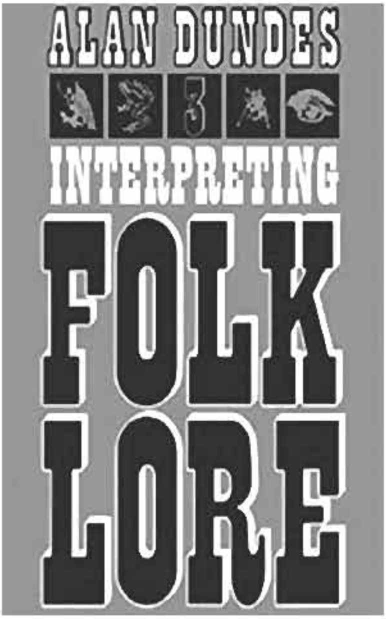

ইন্টারপ্রেটিং ফোকলোর *গ্রন্থের প্রচ্ছদ*

Translation
English to Bangla

Interpreting Folklore : Who are the folk?

Alan Dundes

Translation : Nurunnabi Shanto

Abstract

For the beginning student of folklore, an answer to the question "Who are the folk?" can provide both a fascinating and informative background on the subject of folklore. *Who are the Folk?* Written by Alan Dundes is one of the best descriptions available. This article elaborates folklore science and weight of *folk* perspective in study of folklore. Dundes' discussion on the history of folklore study and concept of folk will take the readers to a confirm pronouncement that every human commune constituted of individuals possessing common cultural characteristics and behavioral patterns regardless of their socio-economic class in any context are folk. Folk may have unity of geographic boundary or beyond any physical boundary – unity of religion, belief, occupation, and even institution etc. Folk must not mean illiterate or rural or underclass. The group of Atomic Scientists has their own folklore and they are a folk group of course. Mass use of computer has created new folk. In fact, folklore is eternal, so is the folk. Every individual belongs to a group or community or a number of groups or communities. Everyone may claim that we are the folk.

বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রেক্ষাপটে ফোক বা ফোকলোর নিয়ে আলোচনা করা কিছুটা কূটাভাসের মতো মনে হতে পারে। পুরাণ, কুসংস্কার, আদ্যিকালের বুড়ির গল্প (এমনসব গল্প—যেগুলোর বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি নেই, ইংরেজিতে যাকে বলে ওল্ড ওয়াইভ'স টেইলস) ইত্যাদির মতোই ফোকলোরের সাথে জড়িয়ে থাকা কিছু ভ্রান্তির কারণে ফোকলোরকে বিজ্ঞানের অগ্রগামিতা থেকে বহু পেছনের একটা কিছু মনে হতে পারে!!! লোকচিকিৎসা বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার বিরোধী — এ ধরনের প্রচারণার পরিষ্কার মানে হলো, সভ্য দুনিয়ায় লোকচিকিৎসার অস্তিত্ব থাকারই দরকার নেই, কেবল বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাই থাকবে। আশা করা যাচ্ছে, আমি দেখিয়ে দিতে পারব যে, ফোক ও ফোকলোরের এই ভঙ্গির উপস্থাপন ভ্রান্ত এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে (এবং বিজ্ঞানীদের সম্বন্ধে) ফোকলোর গবেষণা ফোকলোর-বিজ্ঞানের একটি অপরিহার্য অংশ।

ফোকলোরবিদদের প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানচর্চা শুরু হয় ঊনবিংশ শতকে। সেই সময়ের আদিগুরুদের খানিকটা সন্ধান করা যেতে পারে। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে হার্ডার *Volkslied* ("লোকসংগীত"), *Volksseele* ("লোক আত্মা"), এবং *Volksglaube* ("লোক বিশ্বাস") শব্দগুলো ব্যবহার করেন। তাঁর বিখ্যাত লোকসংগীত সংকলন, *Stimmen der Völker in Liedern*, প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৭৮-৭৯ খ্রিষ্টাব্দে, কিন্তু পরবর্তী আরেক প্রকাশনার আগ পর্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা অর্থে যা বোঝায় তার প্রকৃত আবির্ভাব হয় নি। ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে গ্রিম ভাইয়েরা তাদের *Kinder and Hausmärchen* প্রকাশ করেন। তবে, ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে থম্স প্রথম ফোকলোর শব্দটি প্রস্তাব করেন। রোমান্টিসিজম ও জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্দীপিত অনেকের মধ্যেই অতীতপ্রীতির প্রভাবে এবং/অথবা জাতীয় চেতনা বা পরিচয়ের উপাদান সংরক্ষণের প্রয়োজনে ফোকলোর গবেষণায় মনোযোগ দেখা যায়। ঊনবিংশ শতকে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় ফোকলোর সোসাইটি গড়ে ওঠে: যেমন, ফিনিশ লিটারেচার সোসাইটি, ১৮৩১; দ্যা ইংলিশ ফোকলোর সোসাইটি, ১৮৭৮; এবং দ্যা আমেরিকান ফোকলোর সোসাইটি, ১৮৮৮।

ঊনবিংশ শতকে *ফোক* শব্দটি প্রয়োগের একটি সমস্যা এই ছিল যে, এই শব্দকে স্বতন্ত্র টার্ম হিসেবে প্রয়োগ করা সম্ভব হতো না, বরং, তা আসলে কোনো-না-কোনোকিছুর সাথে

তুলনা করে ব্যাখা করা হতো, অর্থাৎ, *নির্ভরশীল* টার্ম হিসেবে প্রয়োগ করা হতো। অন্য কথায়, কিছু জনপ্রিয় শব্দশ্রেণির বিপরীতে বা সেগুলোর সাপেক্ষে *ফোক* শব্দের প্রয়োগ হতো। ফোক বলতে এমন এক শ্রেণির মানুষের সমষ্টি বোঝান হতো যারা সমাজের উচ্চ শ্রেণি বা এলিট সমাজের সাপেক্ষে নিম্নবর্গের হিসেবে বিবেচিত, যাদের অভিহিত করা হয় *vulgus in populo* নামে। একদিকে ফোক 'সভ্য'দের বিপরীত — সভ্য সমাজের অসভ্য অংশ — কিন্তু অন্যদিকে, তারা আদিম সমাজেরও বিপরীত, অর্থাৎ, সমাজ বিবর্তনের সর্বনিম্ন ধাপে অবস্থানকারীদের শ্রেণিতেও ফোকের অবস্থান নয়।

সভ্য সমাজের প্রান্তিক রেখায় অবস্থিত ফোক প্রায় প্রাগৈতিহাসিক ধারার জীবন যাপন করতো, সত্যি বলতে কি, আজও ফোক তেমনিই *আছে* এবং যে অর্থে আমরা কেনো জনগোষ্ঠীকে *চাষাভূষা* বলি, এরা ঠিক তাই। ফোক "আদিম" ও "সভ্য এলিট"-এর মধ্যবর্তী জনসাধারণ — এই যে ধারণা — এর একটি সূচক হলো: পড়তে ও লিখতে জানার সক্ষমতা (বা অক্ষমতা)। ফোককে চিহ্নিত করা হতো "সাক্ষর সমাজের নিরক্ষর অংশ" হিসেবে। আবার, আদিম মানুষের সাথে এদের তফাৎ হলো এই যে, এরা "প্রাক-সাক্ষর" (তার মানে, এরা নিজেদের অগ্রসরমান সাংস্কৃতিক বিবর্তনের পথ ধরে সাক্ষরতা অর্জন করবে)। সাম্প্রতিককালে (প্রাক সাক্ষর) অভিধাটি বদলে নিয়ে "নব্য সাক্ষর" করা হয়েছে। (এথনোসেন্ট্রিক ধারণায় অন্ধবিশ্বাসী এলিটরা অপরাপর জনগণকে আরও কিছু অভিধায় চিহ্নিত করে থাকে, যেমন, "উন্নতশীল", "অনুন্নত" বা "অ-পশ্চিমা"।) ফোক-এর এই সংজ্ঞায়নের মূলকথা হচ্ছে যে, ফোক "সাক্ষর সমাজ"-এর সাথে সহাবস্থান করে। ব্যাপারটা তাই বলে এরকম সরল নয় যে, একজন ব্যক্তি পড়তে বা লিখতে পারে না বলেই ফোক; এর সাথে সাথে সে আবার এলিট সমাজের ভেতরেই থাকে বা এলিট সমাজের কাছাকাছি থাকে। গ্রামীণ প্রেক্ষাপটেও ফোকের সংজ্ঞায়ন প্রায় একইরকম। গ্রামীণদের নগরীয়দের বিপরীত প্রান্তে রেখে বিবেচনা করা হয়। নাগরিকতার ধারণা মোতাবেক ফোক সাধারণত গ্রামীণ ব্যাপার। ফোক গ্রামীণ, কারণ নগরবাসীদের সাথে তাদের বৈপরীত্য আছে। যেহেতু ধরে নেয়া হয়, আদিম মানুষের মধ্যে নগরের ধারণাই নেই, তাই এদের গ্রামীণ বলার সুযোগ নেই।

মানব সম্প্রদায়ের প্রায় সমস্ত জাতি-গোষ্ঠী বিশ্বাস করে যে, তারা আদিমতা, বর্বরতা এবং সভ্যতার সংস্কৃতিগত বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থানে এসেছে; সেই ধাপগুলোর মধ্যকার কল্পিত বিভাজকরেখার আলোকে ফোককে কম-বেশি বর্বর হিসেবেই বিবেচনা করা হতো। আদিমদের চেয়ে অধিকতর উন্নত ফোক শ্রেণি আজ অবধি 'সভ্যতা' অর্জন করতে পারে নি। যাইহোক, আদিম অসভ্য যুগের শেষে টিকে যাওয়া মানুষদেরকে ফোক মনে করা হতো। যেহেতু এলিটরা (নৃবিজ্ঞানী ও ফোকলোরিস্টরাও এদের অন্তর্গত) প্রধানত নিজেদের উৎপত্তি সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন, সুতরাং তারা নিজেদের প্রতিবেশি ফোকের ঐতিহ্য সংগ্রহে লিপ্ত হয়েছিলেন, যাতে সংগৃহীত নমুনাগুলোকে তারা পরবর্তীতে আদিম সমাজের সাংস্কৃতিক উপাদানের পূর্ণ সংস্করণের সাথে তুলনা করতে পারেন। এই তুলনামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে এলিট, সাক্ষর, সভ্য ইউরেপিয়ানদের আবির্ভাবের ঐতিহাসিক পুনর্নির্মাণের কাজটি করা হতো।

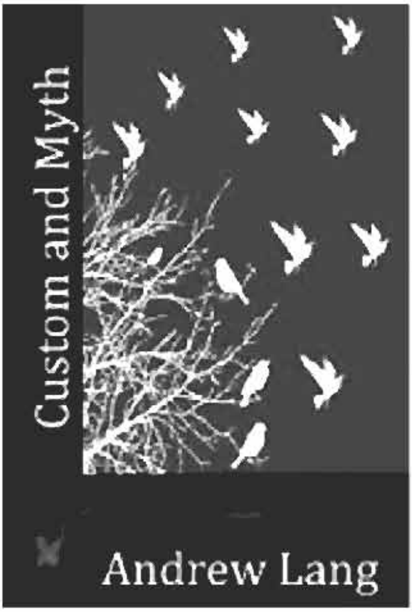

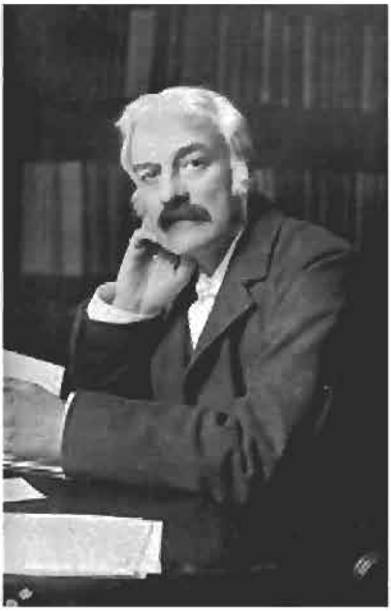

অ্যান্ড্রু ল্যাং এবং তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ প্রথা ও পুরাণের প্রচ্ছদ

ফোকলোর সম্পর্কে ঊনবিংশ শতকীয় দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করার জন্য সে সময়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী পণ্ডিত অ্যান্ড্রু ল্যাং-এর রচনা থেকে কয়েকটি অনুচ্ছেদ তুলে ধরতে চাই। আমার বোঝাপড়া অনুযায়ী, ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত ল্যাং-এর গ্রন্থ *প্রথা ও পুরাণ [Custom and Myth]*-এর প্রবন্ধ "দ্য মেথড অফ ফোকলোর"-এ সমকালের প্রতিনিধিত্বশীল বিবৃতি আছে:

> পুরাতত্ত্ব বিদ্যার কাজ হলো প্রাচীন জনজাতির ব্যবহৃত কুঠার, তীরের মাথা ইত্যাদি ধরনের বস্তুগত উপকরণের ধ্বংসাবশেষ সংগ্রহ ও সেগুলোর তুলনামূলক গবেষণা করা। ফোকলোর বিদ্যার কাজ হবে প্রাচীন জনজাতির অবস্তুগত উপকরণ, যেমন, টিকে থাকা কুসংস্কার ও গল্প ইত্যাদি সংগ্রহ করা ও সেগুলো নিয়ে তুলনামূলক গবেষণা করা। ঠিকঠাক বলতে গেলে বলতে হয় যে, ফোকলোর কেবল ফোক, জনগণ, বিশেষ শ্রেণির মানুষের উপকথা, প্রথা, বিশ্বাস নিয়ে কাজ করবে; এই মানুষেরা শিক্ষার মাধ্যমে কমই বদলেছে, এদের উপর সভ্যতার অগ্রগতির ছাপ কমই পড়েছে। কিন্তু ফোকলোরের শিক্ষার্থীরা দ্রুতই বুঝতে পারে যে, এ অনগ্রসর শ্রেণির জনসাধারণের মধ্যে টিকে আছে বহু বিশ্বাস ও আদিম জীবন প্রণালী... এভাবে ফোকলোরের শিক্ষার্থীরা ইউরোপিয়ান কৃষিজীবীদের মধ্যে আজও টিকে থাকা, খানিকটা প্রগলভ হয়ে টিকে থাকা প্রাচীন ধ্যান-ধারণা, মিথ ও সেগুলোর প্রয়োগ পর্যবেক্ষণে রত হয়। (১৮৮৪:১১)

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, কৃষিজীবীদের, নিম্নবর্গের মানুষদের এবং যারা শিক্ষা ও "প্রগতি"র সুবিধা থেকে বঞ্চিত, তাদের ফোক হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

"ফোকলোর পদ্ধতি (মেথড) কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে ল্যাং ফোক সম্পর্কে তাঁর ধারণা চমৎকারভাবে তুলে ধরেন:

> পদ্ধতিটি হলো, দেশে যখন আপাত অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিক প্রথা পরিলক্ষিত হয়, তখন এমন এক দেশের সন্ধান করা যেখানে একই রকমের চর্চা আছে, এবং সেগুলো আর অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিক হিসেবে গণ্য নয়; তবে, জনগণের আচার-ব্যবহার ও চিন্তাধরার সাথে সেগুলোর সংগতি আছে... তাহলে, আমাদের পদ্ধতিটা হচ্ছে, সভ্য বিবেচিত মানবসমাজের আচার বা প্রথার সাথে অসভ্য বিবেচিত মানবসমাজে প্রচলিত একইরকম এবং অর্থপূর্ণ বিবেচিত আচার বা প্রথার তুলনা করা। অবশ্য এটা জরুরী নয় যে, তুলনা করার জন্য বেছে নেওয়া নির্দিষ্ট সভ্য এবং অসভ্যদের একই পরম্পরার উত্তরাধিকারী হতে হবে। এমনকি এটাও প্রমাণ করা আবশ্যক নয় যে পরস্পরের মধ্যে কোনোরূপ যোগসূত্র কখনো ছিল কিনা। গোত্রগত পরিচয়সূত্র, সমধর্মী গোত্রের আচার-আচরণ ও চিন্তাধারা গ্রহণের পাশাপাশি, মানসিক প্রেক্ষাপটের মিল ইত্যাদি একইরকম লোকাচার সৃষ্টি করে... আমাদের পদ্ধতি হবে, সেইসব লোকাচার বা মিথ শনাক্ত করা যা সভ্য সমাজে থাকলেও অগ্রাহ্য, কিন্তু অসংস্কৃত সমাজে থাকে ও গ্রাহ্য হয়। প্রাগ্রসর জনসমাজের ভেতরে অবস্থানকারী পশ্চাদপদ শ্রেণি কর্তৃক টিকিয়ে রাখা ফোকলোরে পাওয়া যাবে হীনতার ছাপ। এই ফোকলোর সভ্য জনজাতির অভ্যন্তরস্থ আদিমতার ধারণা, যেখান থেকে বিবর্তিত হয়ে সভ্যতা রূপলাভ করেছে। (১৮৮৪: ২১, ২২, ২৫)

"প্রগতিশীল জনগণের ভেতরে থাকা পশ্চাদপদ শ্রেণি"র ধারণা স্পষ্টতই "সাক্ষর সমাজের ভেতরে থাকা নিরক্ষর"এর ধারণার অনুরূপ। ফোকেরা ধারণ করে, ল্যাং-এর ভাষায়, "হীন ছাপ" — এরা আদিম ও সভ্যদের মধ্যেকার বুদ্ধিবৃত্তিক সংযোগ স্থাপনকারী।

ঊনবিংশ শতকের পণ্ডিতদের সংজ্ঞানুসারে আমরা যদি ফোকের প্রধান বৈশিষ্টগুলোর তালিকা তৈরি করি, সেটা হয়তো এরকম হবে।

আদিম বা প্রাগৈতিহাসিক	**ফোক বা কৃষিজীবি**	**সভ্য বা এলিট**
প্রাক- বা অ-সাক্ষর	সাক্ষর	সাক্ষর
	গ্রামীণ	শহুরে
	নিম্নবর্গ	উচ্চবর্গ

কেননা, প্রাথমিকভাবে সভ্য বা এলিটদের সাথে অনুমানসিদ্ধ সম্পর্কের নিরিখে ফোক সংজ্ঞায়িত হয়েছিল, এবং এটাই মনে করা হতো যে, ফোকলোর সেখানেই অস্তিত্বশীল যেখানে সভ্য বা এলিট শ্রেণির অস্তিত্ব আছে। দুনিয়ার বৃহত্তর অংশ, এথনোসেন্ট্রিক (সজাত্যবাদী)

ইউরোপিয়ান বুদ্ধিজীবিরা যে অংশকে পুরো অসভ্য মনে করে, সেখানে কোনো ফোক ছিল না এবং তাই ফোকলোরও ছিল না। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ইন্ডিয়ানরা, অস্ট্রেলিয়ান আদিবাসীরা, নেটিভ আফ্রিকানরা এবং এরকম আরও অনেকেই সভ্য ছিল না, সুতরাং, সেখানে ঊনবিংশ শতকের ধারণা মোতাবেক, কোনো ফোক ছিল না। তাই, মোটাদাগে তখন *ফোক* বলতে কেবলই ইউরোপিয়ান কৃষকদের বোঝানো হতো। আজকেও, কিছু ইউরোপিয়ান ফোকলোরিস্ট ইউরোপিয়ান কৃষিজীবীদের জীবনকেই তাদের গবেষণার বিষয় মনে করে। এই ফোকলোরিস্টরা কৃষকদের সার্বিক জীবন নিয়ে কাজ করে, তাদের জীবনের বিশেষ নির্বাচিত দিক, যেমন—লোককাহিনী বা ব্যালাড নিয়ে নয়। এই ধরনের গবেষণাকে অনেক সময় ফোকলোর বলা হয় এবং এর সাথে সংগতি আছে, আমেরিকান নৃতাত্ত্বিকেরা যার নাম দিয়েছেন, এথনোগ্রাফির (এটা ব্যতিক্রমই বটে যে, আমেরিকান নৃতাত্ত্বিকেরা স্বীকার করেন যে পৃথিবীর যেকোনো স্থানের যেকোনো জনজাতির এথনোগ্রাফিক বিবরণ সম্ভব)।

মনে হতে পারে, *ফোককে* "ইউরোপিয়ান কৃষিজীবী" হিসেবে চিহ্নিত করার ঊনবিংশ শতকীয় সংকীর্ণতা দূর হয়েছে, কিন্তু আসলে তা হয় নি। আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের সংগীতকে ফোক সংগীতের অন্তর্ভূক্ত করতে কালেভদ্রে দেখা গেছে, কিংবা অস্ট্রেলিয়ান আদিবাসীদের চিত্রকলাকে ফোক চিত্রকলা বলতে। আজ অবধি ফোক সংগীত বা ফোক চিত্রকলাকে ইউরোপিয়ান বা ইউরোপ উদ্ভূত সংস্কৃতির ঘেরাটোপে সীমাবদ্ধ করে দেখা হয়। কেবল কিছু ফোক সাহিত্যকে, যেমন—লোক কাহিনী, শঙ্কর-সংস্কৃতি বিবেচনা করা হয়। তো, এটা

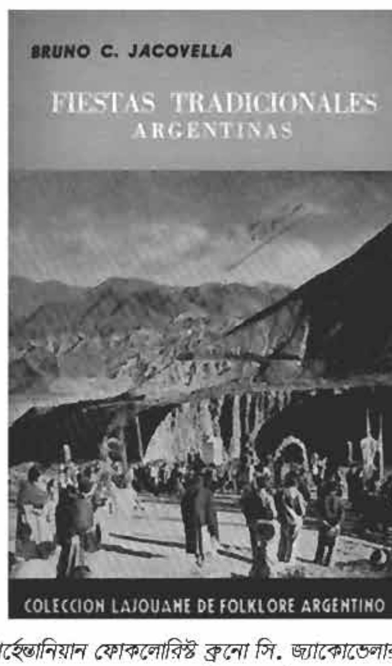

আমেরিকান ফোকলোরিস্ট রাল্ফ স্টিল বগ্স এবং আর্হেন্তানিয়ান ফোকলোরিস্ট ব্রুনো সি. জ্যাকোভেলার বিখ্যাত দুটি গ্রন্থের প্রচ্ছদ

কীভাবে হয় যে আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের লোক কাহিনী থাকলেও লোকসংগীত বা লোক চিত্রকলা নেই? অবশ্যই তাদের সংগীত ও চিত্রকলা আছে, কিন্তু এগুলোকে সাধারণভাবে "আদিম" বা "অ-পশ্চিমা" কিংবা এই ধরনের কিছু অবমূল্যায়িত এথনোসেন্ট্রিক পরিভাষায় অভিহিত করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, ল্যাটিন আমেরিকান ফোকলোরিস্টরা উনবিংশ শতকীয় (কৃষিজীবীদের ফোক হিসেবে চিহ্নিত করা) সংজ্ঞার উপর জোর দেন। ১৯৪৮ সালে আমেরিকান ফোকলোরিস্ট রাল্ফ স্টিল বগ্‌স এবং আর্হেন্তানিয়ান ফোকলোরিস্ট ব্রুনো সি. জ্যাকোভেলা ফোকলোরিস্টদের আদিবাসী জনগণকে উপেক্ষা করার প্রশ্নে তর্কে লিপ্ত হন। বগ্‌স বলেন যে, শুরুতে ফোক বলতে বিশেষভাবে ইউরোপিয়ান কৃষিজীবীদের বোঝালেও পরবর্তীতে আদিম সমাজের মানুষদেরকেও ফোকের আওতাভুক্ত করা হয়। বগ্‌স এ প্রসঙ্গে জি.এম. থিল-এর *Kaffir Folk-Lore* (লন্ডন, ১৮৮৬)-এর উদাহরণ দেন। এটা সত্য যে, ব্রিটিশ ফোকলোরিস্টরা বৃহত্তর পরিসরে ফোককে বিবেচনা করতে ইচ্ছুক ছিলেন। *দ্য হ্যান্ডবুক অফ ফোকলোর* গ্রন্থের ১৯১৪ সালের সংস্করণে ফোকলোর গবেষণার প্রারম্ভ সম্পর্কে নিম্নরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। গবেষণাটির "প্রারম্ভিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, আধুনিক ইউরোপের সবগুলো দেশের তথাকথিত কম সংস্কৃত জনগণের মধ্যে নানারকম বিশ্বাস, প্রথা, গাথা ইত্যাদি মুখে মুখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়, এবং এগুলো অবশ্যই মূর্খ, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সম্পদ"। এরপর উল্লেখ করা হয়েছে, "একই ধরনের বিশ্বাস, প্রথা, গাথা ইত্যাদি আদিম ও বর্বর জাতিগুলোর মধ্যে প্রচলিত"। তদনুযায়ী, ফোকলোরের সংজ্ঞা হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছিল, "এই শব্দ দিয়ে এমন এক পদ্ধতি বোঝানো হয় যার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া (কৃষক) জনসমাজে প্রচলিত এবং অসংস্কৃত মানুষদের মধ্যে টিকে থাকা বিশ্বাস, প্রথা, গল্প, গান এবং প্রবাদ-প্রবচন উপলব্ধি করা যায়" (বার্ন ১৯১৪: ১-২)। জ্যাকভেলা মন্তব্য করেছিলেন,

ব্রুনো সি. জ্যাকোভেলা

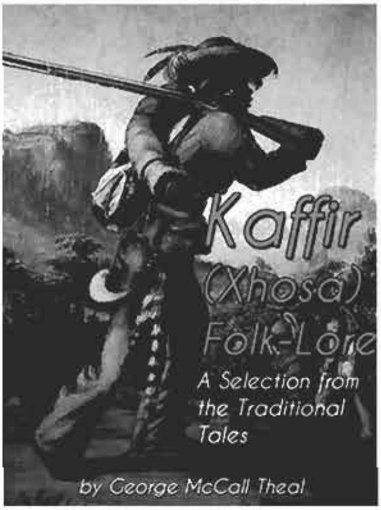

জি.এম. থিল-এর Kaffir Folk-Lore*-এর প্রচ্ছদ*

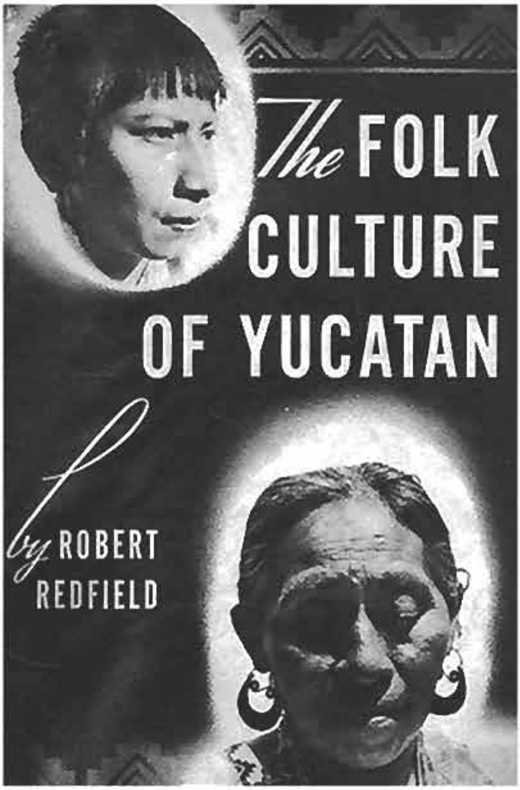

রবার্ট রেডফিল্ড রচিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ

আমেরিকান ইন্ডিয়ান জনজাতী সংক্রান্ত গবেষণা এথনোগ্রাফি বা এনথ্রোপলজির আওতাভূক্ত এবং, তাই, ফোকলোরিস্টদের গবেষণার ক্ষেত্রে তাদেরকে ফোকের অন্তর্ভূক্ত করা উচিৎ হবে না।

এই সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞায় কৃষিজীবীদের ফোক হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করায় আদিম ও নগরীয় উভয় প্রকৃতির মানুষদের হিসেবের বাইরে রাখা হয়। এবং, এর জন্য আমেরিকান এনথ্রোপলজিস্টদের অংশত দায়ী করা যায়। রেডফিল্ড এক আদর্শ শ্রেণিকরণ করেন, যেখানে ফোক ও শহুরের অবস্থান ক্রমপ্রসরমান ব্যবধান-রেখার দুই বিপরীত প্রান্তে। বর্তমান নিবন্ধে নগরীয় ফোকলোর নিয়ে কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে। যে কৃষক পরিবারগুলো গ্রাম ছেড়ে নগরমুখী, তারা নিজেদের ফোকলোর নগরে নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু নগরের এক শ্রেণির অধিবাসীদের সমন্বয়ে একটি ফোক চিহ্নিত করা বা সংশ্লিষ্ট ফোকলোরসহ অনেক শ্রেণির ফোক চিহ্নিত করার ধারণা রেডফিল্ডের দ্বিবিভক্তির তত্ত্বানুসারীদের কাছে যৌক্তিক হয়ে উঠতে পারেনি। ফস্টার তার ১৯৫৩ সালে রচিত "ফোক সংস্কৃতি কি?" প্রবন্ধে রেডফিল্ডের ধারণা পরিমার্জন করার চেষ্টা করেন। তার মতে, ফোক সমাজ কোন পূর্নাঙ্গ সমাজ ছিল না, আবার নিজেদের ভেতরে সীমায়িত থাকা বিচ্ছিন্ন সমাজও নয়। এটাকে বরং বলা যায় "অর্ধ-সমাজ", বৃহত্তর সামাজিক এককের (জাতি) অংশ। বৃহত্তর সমাজের ফোক অংশের উপদানের সাথে "প্রাক-শিল্পযুগের শহরাঞ্চলে থাকা উচ্চ শ্রেণির মানুষ হিসেবে বিবেচিতদের মূলধারার সমাজের অধিকতর জটিল উপাদানগুলোর বিশেষভাবে অস্থায়ী মিথোজীবীতার সম্বন্ধ আছে"। এক্ষেত্রেও, আরও একবার, শহরে বসবাসকারী উচ্চ শ্রেণির মানুষদের বিপরীত অবস্থানের নিরিখে ফোককে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এই সংজ্ঞার আলোকে, ফস্টার বলেন, "ফোক শ্রেণি থেকে সত্যিকারের আদিম সংস্কৃতির উপদানগুলোকে উপেক্ষা করা হয়েছে। অন্তত তাত্ত্বিকভাবে সেগুলো বিচ্ছিন্ন এবং জটিল" (১৯৫৩:১৬৩)। ফস্টারের এই চিহ্নায়ন স্পষ্টত ফোক সম্পর্কে

উনবিংশ শতকের সীমাবদ্ধ সংজ্ঞার কাছাকাছি। (ফস্টারের এলিটিস্ট দৃষ্টিভঙ্গিও এখানে প্রকাশ পেয়েছে, যেহেতু তিনি *Gesunkens Kulturgut*-এর তত্ত্ব গ্রহণ করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে যে ফোক সংস্কৃতি বিগত শতাব্দীসমূহের উচ্চবর্গ সমাজের "বিলুপ্ত" বৈজ্ঞানিক ও শৈল্পিক উপকরণ বহন করে চলে।) ফস্টার বলেন, "শিল্পায়নের বিকাশ যেসব স্থানে চরম হবে, সেখান থেকে ফোক সংস্কৃতি হারিয়ে যাবে"; এবং "যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইংল্যান্ড ও জার্মানির মতো দেশগুলোতে সত্যিকারের ফোক সংস্কৃতি কমই টিকে থাকবে, যদিও প্রান্তিক অঞ্চলগুলোতে ফোকের ন্যূনতম দেখা মিললেও মিলতে পারে। আধুনিক দুনিয়ার বেশিরভাগ অঞ্চলই যেভাবে শিল্পায়নের দিকে এগোনোর প্রবণতা দেখাচ্ছে, তাতে নতুন ফোক সংস্কৃতির আবির্ভাবও অসম্ভব মনে হয়।" (১৯৫৩:১৭১)।

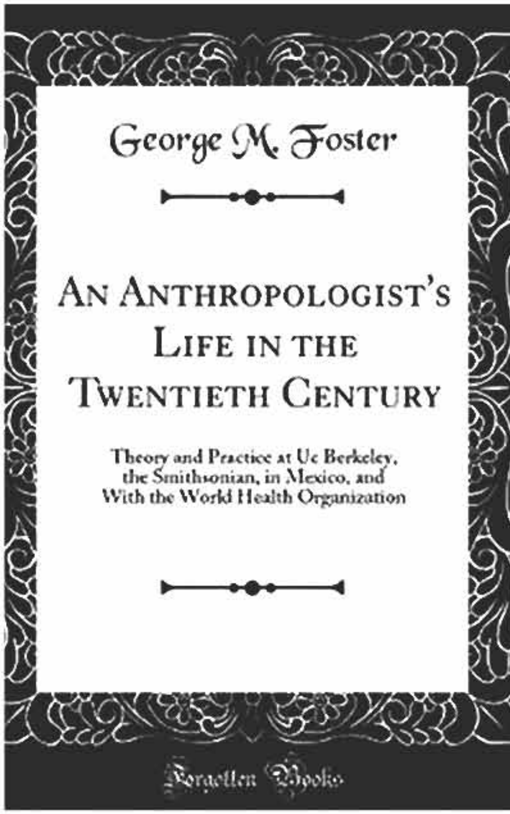

ফস্টার রচিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ

আধুনিক ফোকলোরবিদরা যদি ফোককে নিরক্ষর, গ্রামীণ, পশ্চাদপদ কৃষিজীবী হিসেবে চিহ্নিত করার এই উনবিংশ শতকীয় সংজ্ঞা গ্রহণ করতেন, তাহলে ফোক সমাজের জ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণাকর্ম নিতান্ত এক প্রকার উদ্ধার অভিযানে পরিণত হতো এবং ফোকলোরবিদদের এই জ্ঞানকাণ্ডটিও বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যেত। এটা নিশ্চিতভাবেই অনুমান করা যায় যে, দুনিয়ার তাবৎ কৃষিজীবী ক্রমে নগরীয় হয়ে উঠবে, অথবা, নগরীয় সভ্যতার প্রভাবে তাদের কৃষক চরিত্র হরিয়ে ফেলবে। রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ইত্যাদি ধরনের গণমাধ্যমের প্রভাবে তাদের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা বদলাতে শুরু করেছে। কিন্তু যদি আমরা নতুনভাবে বোঝার চেষ্টা করি যে "ফোক কারা?", তাহলে দেখব যে ফোক হরিয়ে যাচ্ছে না; ফোক সংস্কৃতি জীবন্ত আছে এবং যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপের সর্বত্র ফোক আছে; এবং নয়া ফোক সংস্কৃতির উত্থান ঘটতে বাধ্য।

জর্জ এম. ফস্টার

আমি এভাবে ফোকের সংজ্ঞা দিই। "যেকোনো *সমাজে গোষ্ঠীভূক্ত মানুষ* 'ফোক', যারা কমপক্ষে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য কি হবে তা গুরুত্বপূর্ণ নয় - এটা পেশা, ভাষা বা ধর্ম যাকিছুই হতে পারে - তবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, সেই সমাজে অবশ্যই এমন এক যৌক্তিক ঐতিহ্য থাকতে হবে যা তারা একান্তই তাদের নিজস্ব মনে করে। তাত্ত্বিকভাবে গোষ্ঠী বলতে অন্তত দুই ব্যক্তির সমাহার বোঝায়; তবে, সাধারণত বেশিরভাগক্ষেত্রে গোষ্ঠী অনেক স্বতন্ত্র ব্যক্তির সমষ্টি। গোষ্ঠীর একজন সদস্য গোষ্ঠীর অন্য সবাইকে চিনবে এমন নয়, কিন্তু সে স্বভাবতই গোষ্ঠীর মৌলিক ঐতিহ্যিক স্বভাব সম্পর্কে জানবে, যে স্বভাবের কারণে সেই গোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করা সম্ভব" (ডান্ডেস

১৯৫২:২)। ফোক-এর এই নমনীয় সংজ্ঞানুসারে, গোষ্ঠী এত বড় হতে পারে যে সেটাকে একটা জাতি বলা যায়, আবার, এত ছোটও হতে পারে যে সেটাকে পরিবার হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কেউ আমেরিকান বা মেক্সিকান বা জাপানি ফোকলোর ইত্যাদির কথা বলতে পারে এই সেন্সে যে, দেশটির সব নাগরিক এক বিশেষ সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যেমন

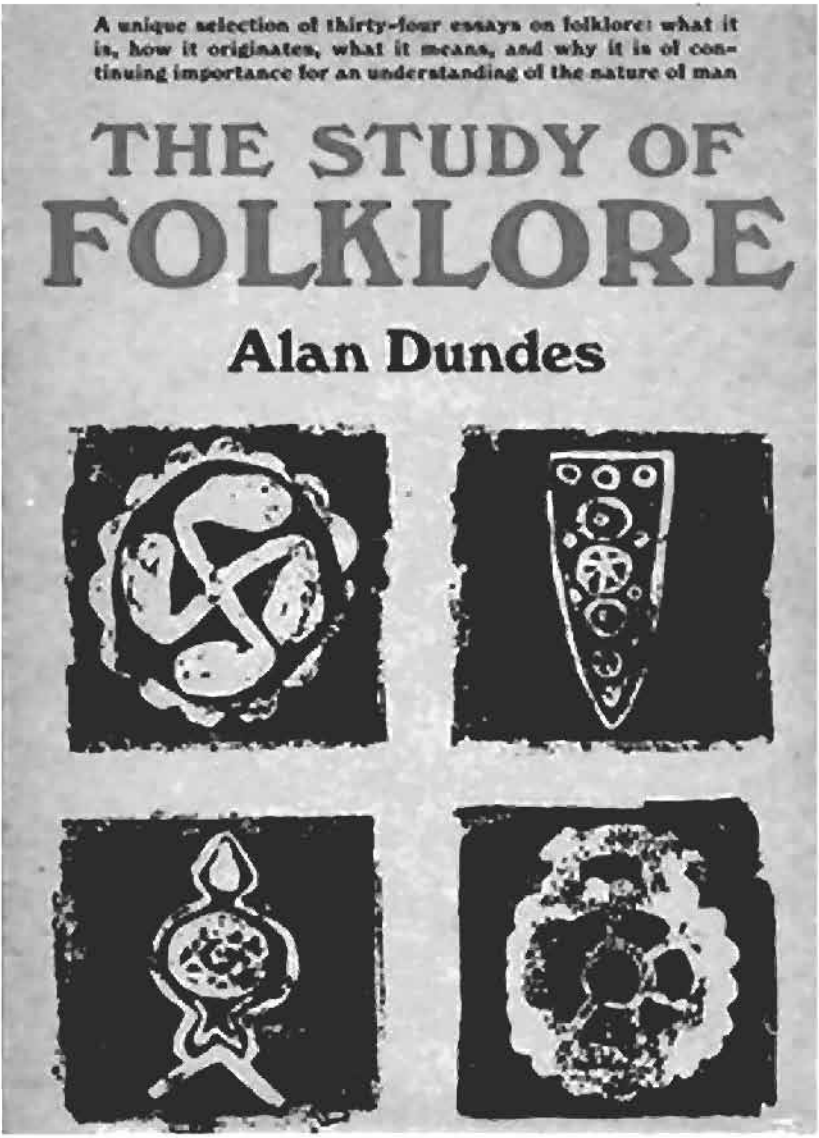

অ্যালান ডান্ডেস রচিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ

ধরা যাক, প্রত্যেক আমেরিকান আঙ্কল স্যামকে চেনে (এমনকি তিনি দেখতে কেমন, সেটাও জানে), "জিঙ্গল বেলস্" বা "হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ" গাইতে জানে, এবং o.k.-এর মতো বাগধারার সাথে অভ্যস্ত। প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব ফোকলোর আছে, সাধারণত মা-বাবার ফোকলোরের সাথে ঐতিহ্যিক সংস্কৃতির মিশ্রণ হিসেবে সন্তানেরা পারিবারিক ফোকলোর পায়। পারিবারিক ফোকলোরের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে এগুলো — পরিবারটি বর্তমানে যেখানে বসবাস করছে সেখানে কীভাবে তারা বাসস্থান স্থাপন করলো কিংবা কী ধরনের বিবর্তনের ভেতর দিয়ে পরিবারের পদবী বা পারিবারিক নাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হয়তো পরিবারের লোকেরা একটি বিশেষ বাঁশি ব্যবহার করে, যেটা তাদের ফোকলোর, যেমন—ডিপার্ট্যমেন্টাল স্টোরে সমস্ত কাজ সেরে একসাথে বাড়ি ফেরার জন্য এক জায়গায় জড় হবার আহ্বান জানানোর কাজে তারা সেই বাঁশি বাজায় (বা বিশেষ একটা স্বর, ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সুরে ব্যবহার করে)। হতে পারে যে, এক পরিবারের অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের কোনো সদস্যকে টিটকারি করে বা ঠাট্টা করে সম্বোধন করার জন্য বিশেষ শব্দ প্রয়োগ করা হয়, যেমন—'ভবিষ্যৎ ছিচকে' বা 'ভবিষ্যৎ হোস্টেলবাসী'। পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে এ ধরনের রেফারেন্স দিয়ে কথা বলার চল থাকে, যা পরিবারের বাইরের সদস্যদের কাছে জটিলবোধ্য, যেমন—"আমাকে 'ছিচকে আন্টি'র সাথে কোথাও যেতে বলো না!" অবশ্য, পরিবার বা জাতির দিক থেকে ফোক চিহ্নিত করার বাইরেও বহু প্রকার ফোক আছে।

ভৌগলিক-সাংস্কৃতিক বিভাজনের আলোকে, যেমন—ধর্ম, রাজ্য, নগর বা গ্রাম ভিত্তিক ফোক গোষ্ঠী হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে নিউ ইংল্যান্ড বা ওজার্কস এর ফোকলোর, ক্যালিফোর্নিয়ার ফোকলোর, এবং সান ফ্রান্সিসকোর ফোকলোর হতে পারে। অন্যদিকে, স্পষ্ট ফোক গোষ্ঠী হতে পারে নৃগোষ্ঠী, বর্ণশ্রেণি, ধর্ম বা পেশার ভিত্তিতে। প্রত্যেক নৃগোষ্ঠীর যেমন নিজস্ব ফোকলোর আছে, তেমনি আছে পেশাভিত্তিক গোষ্ঠীরও। বেসবল খেলোয়ার, কয়লা খনির শ্রমিক, রাখাল, জেলে, করাতি এবং রেল শ্রমিকদের নিজস্ব ভাষা, উপকথা এবং সবার সামনে বলার উপযুক্ত কৌতুক আছে। উল্লেখ্য যে, এগুলো আমার অলস মস্তিস্কের ভাবনা নয়। দীর্ঘ কয়েক দশক মাঠ গবেষণার ভিত্তিতে এই উপসংহারে পৌঁছেছি, প্রত্যেক গোষ্ঠীর নিজস্ব ফোকলোর আছে। আরও বলতে চাই, নতুন কোন গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটলে, নতুন ফোকলোরের জন্ম হয়। এভাবে আমরা, সার্ফারদের, মোটর সাইকেল চালকদের এবং কম্পিউটার অপরেটরদের ফোকলোর পাই। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে এটা কোনভাবেই বলা যায় না যে আমেরিকায় ফোকলোর নেই এবং শিল্পায়ন ফোক বা ফোকলোরকে বিলুপ্ত করে দিতে পারে। হ্যাঁ, কৃষিজীবিদের সংখ্যা কমে যেতে পারে এবং কৃষকরা এক শ্রেণির ফোক মাত্র। শিল্পায়নের ফলে নতুন ফোকলোরের জন্ম হবে, যেমন—কম্পিউটার সম্পৃক্ত ফোকলোর।

শিল্পায়নের প্রভাবে সৃষ্ট ফোকলোর চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে মার্কসিস্ট ফোকলোরবিদদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। তারা দেখলেন যে, কৃষক ও অন্যান্য ক্ষেত্রের শ্রমজীবী উভয়ই ফোক-এর অন্তর্গত। অর্থাৎ, গ্রামের ফোক ও নগরের ফোক। তবে, মার্কসীয় তত্ত্বে ফোককে কেবল নিম্নবর্গে — শোষিত শ্রেণির মধ্যে — সীমায়িত করার ভুল রয়ে গেছে। মার্ক্স-এর তত্ত্বানুসারে, ফোকলোর হলো শ্রেণি সংগ্রামের হাতিয়ার। উদাহরণস্বরূপ, অসংখ্য লোকগানে

সমাজের নেতি, বর্ণবাদ এবং অন্যান্য ইস্যু তুলে ধরা হয়। কিন্তু, ডানপন্থী ফোকলোরও আছে যেখানে কনজারভেটিভ রাজনৈতিক দর্শন প্রকাশ করা হয়। যদি মার্কসের তত্ত্ব বাস্তবায়িত হয়, তাহলে এমন আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে কোনো শোষিত শ্রেণি থাকবে না, সুতরাং, ফোক এবং ফোকলোর কোনোটাই থাকবে না। বাস্তবতা হলো, যেহেতু কারখানা ও কারখানার শ্রমিকদের ফোকলোর আছে, অতএব, বড় বড় ব্যবসা ও ব্যাবসায়ী সমাজেরও ফোকলোর আছে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ভ্রাম্যমান বিক্রেতা সাইকেল নিয়ে কৌতুক করে। এভাবে শহরের একজন সামান্য ফেরিওয়ালা, গ্রামের গৃহস্থকন্যাকে প্রলোভিত করে — পুঁজিবাদি মুক্ত বাজার সংস্কৃতির এ এক চমৎকার প্রতিফলন।

ফোক সম্পর্কিত এই আধুনিক ধারণা অনুযায়ী, দেখা যাচ্ছে, নগরীয় মানসিকতার জনগণের সাথে সহাবস্থানকারী তথাকথিত মিথজীবী কৃষিসম্পৃক্ত সমজাতীয় শ্রেণির সাপেক্ষে ফোককে মনোলিথিক টার্ম হিসেবে অভিহিত করা যায় না। ফোক কোনো নির্ভরশীল অনিয়ত শ্রেণি নয়, বরং, স্বয়ম্ভু অনিয়ত। আধুনিক সমাজের সদস্যদের অবশ্যই নানান ফোক শ্রেণির (যাদের নিজস্ব লোকগান, কৃষ্টি-কৃত্য, প্রথা ইত্যাদি আছে) অন্তর্ভূক্ত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এই শ্রেণিগুলোর মধ্যকার অনেক শ্রেণিকেই হয়তো পার্ট-টাইম ফোক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, কোনো শ্রেণি হয়তো বছরে একবার এক বা দুইমাসব্যাপী আয়োজিত গ্রীষ্মকালীন উৎসবে অংশ নেয়। হতে পারে যে, অনেকগুলো গ্রীষ্ম ধরেই এ ধরনের উৎসব নিয়মিত হয়ে আসছে। এর মানে এই নয় যে, এই উৎসবে অংশগ্রহণকারীরা সবাই সমজাতীয় 'ফোক', যেমন, (সবাই) কৃষিজীবী। দুনিয়ার নানা প্রান্তে বহু প্রকার গ্রীষ্ম-উৎসব পালনের ঐতিহ্য আছে। একজন ব্যক্তি, যিনি নিয়মিত এ ধরনের গ্রীষ্ম-উৎসবে অংশ নিচ্ছেন, তিনি একইসাথে অন্য একাধিক ফোক শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত হতে পারেন, যেমন—তার ধর্ম ভিত্তিক শ্রেণি, বা নৃগোষ্ঠীগত অথবা পেশাগত দিক থেকেও তিনি অন্য অন্য ফোক শ্রেণির সদস্য হয়ে থাকতে পারেন। তার মানে, একই ব্যক্তির ফোক পরিচয় ওভারল্যাপ করতে পারে, অর্থাৎ, যুগপৎভাবে একাধিক হতে পারে। যেমন—একজন ক্যাথোলিক আফ্রো-আমেরিকান হয়তো নিয়মিত বয় স্কাউটের সদস্য হিসেবে প্রত্যেক গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পে যোগদান করে। একইসাথে সে কিন্তু ক্যাথোলিক ফোকলোর, আফ্রো-আমেরিকান ফোকলোর এবং বয় স্কাউট ফোকলোর সম্পর্কে জানে, হয়তো লালন-পালনও করে।

পার্ট-টাইম ফোক নিয়ে গবেষণা করার একটা মুশকিল হলো, এদের সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কোড স্থির থাকবে না, একটার সাথে আরেকটা জড়িয়ে যাবে। যখন দেখা যায় যে, একজন ব্যক্তিকে এক শ্রেণির ফোকের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হলেও, তার মধ্যে আরেক শ্রেণির ফোকের দু-একটা বৈশিষ্ট্য প্রকট — তখন কোডিং জটিল হয়ে ওঠে। ধরা যাক, একজন ব্যক্তি সেনা সদস্য হলে, সে সেনাদের সামনে যে ধরনের কৌতুক বলবে, চার্চ আয়োজিত কোনো সভায় সে একইধরনের কৌতুক বলবে না। এটা নিয়ে বিতর্ক হতেই পারে যে, পার্ট-টাইম ফোক শ্রেণির গ্রীষ্মকালীন উৎসবের মতো ফোকলোর কৃষক শ্রেণির দীর্ঘ ঐতিহ্য-উৎসারিত ফোকলোরের চেয়ে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ। তবে, আমি বিশ্বাস করি যে, এ ধরনের বিবেচনা ব্যক্তির নিজস্ব মূল্যবোধ-তাড়িত দৃষ্টিভঙ্গির

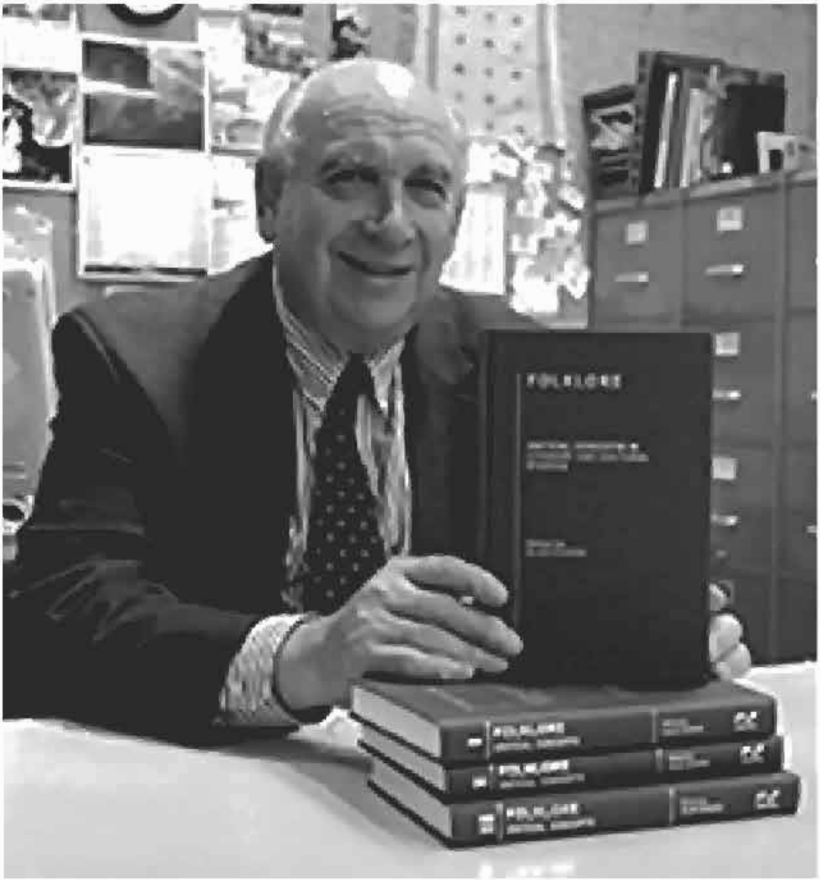

অ্যালান ডান্ডেস

প্রকাশ। সব শ্রেণির মানুষের ফোকলোর আছে এবং এই ফোকলোরগুলো বিশেষ সমাজের মানুষের জটিল উদ্বেগ-প্রসূত সঙ্কট, সামাজিক দর্শন ও জীবনবোধ প্রকাশের শৈল্পিক মাধ্যম।

নির্দিষ্ট প্রকারের ফোকলোর, যথা—কৌতুক সম্পর্কিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমি এখন ফোকের সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করতে চাই। নির্দিষ্ট ফোক শ্রেণি অবশ্যই যেকোনো প্রকার ফোকলোর চর্চা করতে পারে, যেমন—কুসংস্কার, রান্নার প্রণালী, লোকনৃত্য ইত্যাদি। ফলে, একটি ফোক শ্রেণির ফোকলোর তুলে আনতে গেলে পুরো একটি বই লিখতে হবে। সেখানে একটি অধ্যায় থাকবে উপকথা নিয়ে, আরেকটি প্রবাদ সম্পর্কে, অন্যটি হয়তো লোকগান নিয়ে এবং এরকম বিভিন্ন চর্চিত ফোকলোর। আমার উদ্দেশ্য হলো এটা পরিষ্কার করা যে, "কৃষক" শ্রেণির বাইরে অসংখ্য ফোক শ্রেণি আছে। এর মধ্যদিয়ে, আমি আশা করি, 'ফোক কারা?' এই প্রশ্নের আংশিক উত্তর দিতে পারব।

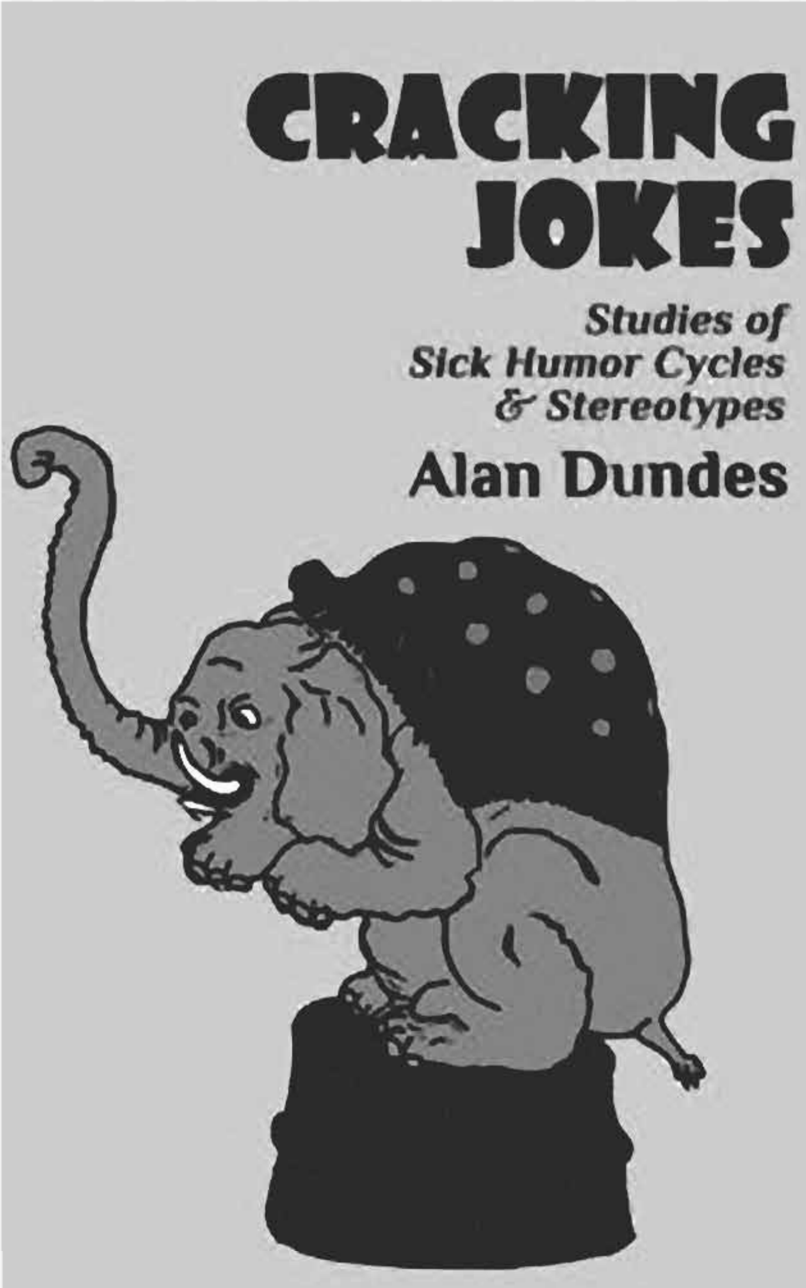

জোকস্‌ সম্পর্কিত অ্যালান ডান্ডেস রচিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ

কৌতুকের চর্চা বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে নানা শ্রেণির ফোকের ইনডেক্স তৈরি করার সুযোগ আছে। অনেক সময়, এক সমাজ সম্পর্কে কিছু কৌতুক অন্য সমাজের লোকেরা বলে; আবার অনেক ক্ষেত্রে সমাজের সদস্য-অসদস্য উভয়ই এ ধরনের কৌতুক বলে। প্রয়শই প্রেক্ষাপট জটিল থাকে। ক্যাথোলিকরা কেরানী-আচরণের বিপক্ষে কৌতুক বলতে পারে এবং ইহুদিরা বলতে পারে সেমিটিয়দের বিপক্ষে যায় এমন কৌতুক, তবে সাধারণত কৌতুকগুলো নিজেদের সমাজের মানুষদের মধ্যেই প্রচলিত থাকে। মিলিটারি শ্রেণির লোকদের সমৃদ্ধ ফোকলোর আছে। ১৯৫০ দশকের শেষার্ধে প্রচলিত নৌবাহিনীর একটি কৌতুকের কথা আমি স্মরণ করতে পারি (এ ধরনের কৌতুক সাধারণত বলা হয় লম্বা সমুদ্রযাত্রাকালীন সময়ে)। একজন নামকরা ক্যাপ্টেনের (পেশাগত) রেকর্ড ছিল অবিশ্বাস্য রকমের ভালো। যখনই কোনো সঙ্কট সৃষ্টি হয়, ক্যাপ্টেন দৌড়ে তার কেবিনে ঢোকে, কিছু একটা করে (বই বা কোনকিছু ঘাটে) তারপর ডেক-এ ফিরে এসে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত দেয়, যেমন, "২৭০ নম্বর বরাবর এগিয়ে যাও", কিংবা, "ফায়ারিং শুরু কর"। জাহাজের কর্মকর্তা ও ক্রুরা বিস্মিত হতেন কিন্তু কিছুতেই জানতে পারতেন না যে, কী এমন সূত্র থেকে ক্যাপ্টেন এতটা অনুপ্রেরণা বা আত্মবিশ্বাস লাভ করে। অবশেষে, একদিন সমুদ্রেই সেই ক্যাপ্টেনের স্বাভাবিক মৃত্যু হলো। তার জ্ঞানের গোপন উৎস জানার আগ্রহ নিয়ে, জাহাজের প্রধান নির্বাহী সেই ক্যাপ্টেনের কেবিনে ঢুকলেন। ভেতরে তিনি এক টুকরো কাগজ খুঁজে পেলেন যেখানে লেখা আছে: *Port, left; starboard, right*।

এই মজার গল্পটি অন্য ফোক গোষ্ঠী সহজেই তাদের মতো করে স্থানীয়করণ করে নিতে পারে। যেমন–১৯৩০ সালের একটি কৌতুক সম্পর্কে বলা যায়, যেটাকে সহজেই ব্যাংক ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। "একজন প্রবীন ব্যাংক কর্মী, একজন ক্যাশিয়ার, প্রতিদিন ডেস্কে বসে সর্ব প্রথম সবচেয়ে উপরের ড্রয়ারটি খুলতেন, এক টুকরো কাগজ সেখান থেকে বের করে দেখে নিতেন, তারপর আবার কাগজটি ড্রয়ারে রেখে দিতেন। এভাবে চল্লিশ বছর একটানা কাজ করার পর তিনি অবসরে গেলেন। তিনি চলে যাবার পর, ব্যাংকের কর্মকর্তা, কর্মচারী সবাই কৌতুহলবশত ড্রয়ারটি খুলে কাগজের টুকরোটি বের করে পড়লেন: *The red figures must equal the black ones.*"[১] আরেকটি সংগীত সংস্করণ দেখে নেয়া যাক: "এক ছিল সংগীত পরিচালক। সারা পৃথিবী তাকে সম্মান করতো। সব ধরনের কনসার্টের পূর্বে, যখন তিনি বাজনা শুরু করার জন্য যন্ত্রীদের ইশারা করতে হাত তুলতে যাবেন যখন, তার ঠিক আগমূহুর্তে, নিজের পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে তিনি পড়তেন, এবং পড়ার পর আবার সেটাকে পকেটে রেখে দিতেন। এই কাজটি করতে তিনি কখনেই ভোলেন নি এবং এটা তার ক্ষেত্রে একটা কৃত্যে পরিণত হয়েছিল। লোকে এটাকে স্বাভাবিকভাবে নিয়েছিল এবং সংগীত পরিচালকের এই আচরণ নিয়ে কেউ বিশেষ একটা ভাবতেন না। তবে, এক রাতে, কাগজের টুকরোটি ওস্তাদজির হাত থেকে নিচে পড়ে গেল। কনসার্ট মাস্টার (প্রধান আয়োজক) এটা তুলে কোনোকিছু না ভেবেই হঠাৎ-ই কাগজের টুকরোটি পড়ে ফেললেন। সংক্ষিপ্ত একটা বাণী ছিল এতে: *Violins on the right, violas on the left.*"[২]

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ফোক গোষ্ঠী অসংখ্য আছে। নৌ-বাহিনী একটা ফোক, ব্যাংকাররাও ফোক, সংগীতকাররাও আরেক ফোক গোষ্ঠী। তদুপরী, এই একেকটি ফোক গোষ্ঠী আবার ছোট ছোট ফোকের সমন্বয়ে তৈরি হতে পারে। যেমন—সংগীতকারদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হতে পারে জ্যাজ মিউজিশিয়ান, আরও অন্যান্য ধরনের সংগীতের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ। তবে, ছোট ছোট ফোক গোষ্ঠী মিলে একটি বৃহত্তর ফোক সমাজ গঠনের ধারণাটিকে আদর্শ বলা যায় না। (এটা অনেক পরিবারের সমন্বয়ে একটি জাতি গঠিত হবার মতোই একটি ব্যাপার)। গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এটাই যে সেই ছোট ছোট গোষ্ঠী আলাদা কোনো ফোকলোর লালন ও চর্চা করে কি না। আসুন, "যাজক ও র‍্যাবাই" শিরোনামের কৌতুকটি শুনি। (ইহুদি ধর্মযাজকদের র‍্যাবাই বলা হয়)। এটা আমেরিকান ফোকলোরের বিখ্যাত উপদানগুলোর একটি। ১৯৬৪ সালে একজন প্রোটেস্ট্যান্ট তথ্যদাতার কাছ থেকে এটা সংগ্রহ করা হয়েছিল:

> একজন ক্যাথোলিক যাজক ও ইহুদি র‍্যাবাই একদিন এক মহাসড়কে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সড়কের একই লেনে যাজক ছিলেন র‍্যাবাইয়ের পেছনে। তারা এক জায়গায় পৌঁছে একটা স্টপলাইট দেখলেন। র‍্যাবাই একটু দম নেবার জন্য থামতে চাইলেন এবং বেশ স্বচ্ছন্দে থামলেন। অন্যদিকে, যাজক তখন মেডিটেশনে ছিলেন; তিনি র‍্যাবাইয়ের থেমে যাওয়া লক্ষ্য না করায় র‍্যাবাইয়ের গাড়ির পেছনে ৪০ মাইল বেগে ধাক্কা দিলেন। দুটো গাড়িই পুরোপুরি দুমরে গেলো।
>
> যথারীতি স্কোয়াড কার এলো এবং একজন আইরিশ পুলিশ হাজির হলেন জরিমানার রশিদ বই হাতে নিয়ে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে তিনি দেখলেন যে, প্রথমটি ছিল একজন র‍্যাবাইয়ের গাড়ি এবং পেছনের গাড়িটি ছিল একজন ক্যাথোলিক যাজকের। তো, পুলিশ মহোদয় সরাসরি যাজকের কাছে গেলেন এবং কটকটে উচ্চারণে বললেন,
>
> 'আমি নিশ্চিত, ফাদার, আমি আপনাকে একটু বিব্রত করছি। সেজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তবে, আপনি শুধু আমাকে এইটুকু বলুন যে র‍্যাবাইয়ের গাড়ি আপনাকে যখন সামনে থেকে পেছনে ধাক্কা দেয়, তখন সে গাড়ি কত গতিতে চলছিল?'[৩]

আমি নিশ্চিত যে যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদি ও ক্যাথোলিকদের এবং তাদের সম্পর্কে প্রামাণ্য ফোকলোর আছে। সেই অর্থে ইহুদিরা যেমন একটি ফোক সমাজ, তেমনি ক্যাথোলিকরাও ফোক। একটা বিষয়ই কেবল স্পষ্ট নয় যে, এই গোষ্ঠীদ্বয় প্রত্যেকেই ছোট ছোট কিছু ফোক গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত কি না। উদাহরণ স্বরূপ, ক্যাথোলিসিজমের মধ্যে নানান ধারা আছে, প্রতিটি ধারাতেই ভিন্ন ভিন্ন চর্চা আছে; আছে নিজস্ব পরিচয়। সাধারণভাবে, ডমিনিকান, ফ্রান্সিসকান এবং জেজুইট আছে (যদিও নির্দিষ্ট ধারার অনুসারীদের কৌতুক ভিন্ন হতে পারে, সেই ধারার কৌতুক পরিবেশকের পরিচয় ও শ্রোতাদের সামাজিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে)। এরকমই এক গল্পে, তিন ব্যক্তি এক সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং এমন সময় আলো

নিভে যায়। "অন্ধকারে কোনকিছু ঠাওর করনে না পেরে ডমিনিকান ব্যক্তি উঠে দাঁড়ান এবং বলেন, 'আসুন আমরা আলো এবং অন্ধকারের প্রকৃতি বিবেচনা করি এবং সেগুলোর অর্থ আবিষ্কার করার চেষ্টা করি'। ফ্রান্সিসকান ব্যক্তি অন্ধকারে উঠে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের নামে বন্দনাগীতি গাইতে শুরু করেন। আর, জেজুইট উঠে গিয়ে ফিউজ পাল্টে দেন"।[৪] একজন জেজুইটের বাস্তবজ্ঞান মরমী স্বভাবের ফ্রান্সিসকানের চেয়ে প্রশংসার মনে হতে পারে, তবে, একজন জেজুইটকে সবসময় এরকম ইতিবাচক আলোর পক্ষে দেখা যায় না।

> এক জাহাজে ছিল একজন জেজুইট ও একজন ডমিনিকান। দুজনের মধ্যে সামান্য তর্ক হচ্ছিল - আপনারা জানেন যে এই দুই মতানুসারীদের দ্বন্দ্ব অনেক পুরোনো। বেশ, কোন না কোনভাবে জেজুইট জাহাজের পাটতনের উপর থেকে জলে পড়ে যায় এবং তৎক্ষণাৎ হাঙ্গরের একটা দল তাকে ঘিরে ধরে। প্রথমত, ব্যাপারটা খুব ভয়ঙ্কর লাগে, কিছুটা সময়ের জন্য, পরে দেখা যায় যে হাঙ্গরগুলো জেজুইটের চারদিকে কেবল সাঁতার কাটছে এবং আরও বেশ কিছুক্ষণ পর হাঙ্গরগুলো সাঁতরাতে সাঁতরাতে অন্যদিকে চলে যায়। যাইহোক, একজন ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিও সেখানে ছিলেন, তিনি বললেন, "এই বুজুর্গের প্রশংসা করতেই হয়, এটা অবশ্যই একটি অলৌকিক ঘটনা!" কিন্তু ডমিনিকান বললেন, "না, এটা ওদের পেশাগত সৌজন্য"।[৫]

অক্যাথোলিকদের মধ্যে, ক্যাথলিকদের মধ্যেকার এই অন্তঃব্যবধান সম্পর্কে তেমন ধারণা নেই। তবে, ক্যাথোলিকরা নিজেরা নিজেদের ভেতরেই নিজেদেরকে আলাদা আলাদা ফোক সহজেই চিহ্নিত করতে পারে এবং সেটা তারা করতে পারে আলাদা আলাদা ধারার ফোকলোরের পার্থক্যের ভিত্তিতে। মূলকথা হলো *it is in folklore that folk groups are defined.* ফোকলোরের ভেতরেই আছে ফোকের সংজ্ঞা। একইভাবে, ইহুদিবাদে বিশ্বাসীদের মধ্যে কট্টর, রক্ষণশীল এবং সংস্কারপন্থীদের স্পষ্ট পার্থক্য আবিষ্কার করা যায়।

> অ-ইহুদি এলাকায় বসবাসকারী এক ইহুদি দম্পতি একবার এক বিরাট সঙ্কটে পড়ে গেলেন। সঙ্কটটাকে বলা যেতে পারে হানুকা-ক্রিসমাস সমস্যা। তারা ঠিক করতে পারছিলেন না যে, তারা তাদের সন্তানদের ক্রিসমাস ট্রি'র মজা থেকে বঞ্চিত করবেন না কি বাড়িতে ক্রিসমাসের উপকরণ ঢুকিয়ে বাড়িকে অপবিত্র করবেন। বাবাটি এক সমাধানের কথা ভাবলেন। তিনি কট্টর র‍্যাবাইয়ের শরণাপন্ন হলেন এবং সমস্যার কথা খুলে বললেন। তিনি জানতে চাইলেন যে এমন কোন 'ব্রশেঁ' "Broche" বা পবিত্র বাণী আছে কি না যা উচ্চারণ করে তিনি ক্রিসমাস ট্রিকে দূষণমুক্ত করতে পারেন। র‍্যাবাই উত্তর দিলেন, "তোমার উপর অভিশাপ নেমে আসুক" (A Klog aff dir) এবং প্রবল ক্রোধ প্রকাশ করলেন।
>
> বাবাটি মন খারাপ করে ফিরে এলেন। কিন্তু, বিকল্প হিসেবে একজন রক্ষণশীল র‍্যাবাইয়ের শরণ নিলেন। রক্ষণশীল র‍্যাবাই জবাব দিলেন যে, তিনি সমস্যাটি বুঝেছেন এবং সমস্যাটির প্রশংসাও করলেন তিনি। তারপর বললেন

> যে, এ ধরনের কোন 'ব্রশেঁ' বা পবিত্র বাণী আসলে নেই, সুতরাং, এক্ষেত্রে তার কিচ্ছু করার নেই।
>
> সর্বশেষ চেষ্টা হিসেবে, অতএব, বাবাটি একজন সংস্কারপন্থী র‍্যাবাইয়ের কাছে গেলেন। সংস্কারপন্থী বললেন, "ক্রিসমাস ট্রি তো চিনি, কিন্তু 'ব্রশেঁ' কি?"[৬]

একই ধরনের আরেকটি কৌতুক আছে যেখানে ইহুদিদের বিখ্যাত প্রার্থনা 'শ্যামআ' (Shema) এর বাণী উচ্চারণের পার্থক্য নিয়ে মজা করা হয়েছে: *Shema Yisrael, Adonai Elohaynu, Adonai Elchad*। অর্থাৎ, শোন ও ইসরায়েল, মহাপ্রভূ আমাদের ইশ্বর, প্রভূ এক। (Deut, ৬:8)।

> যখন কট্টর ইহুদি শ্যামআ উচ্চারণ করে, সে এটাই বলে, "Shema Yisrael, Adonai Elohaynu, Adonai Echad."
>
> যখন রক্ষণশীল ইহুদি শ্যামআ উচ্চারণ করে, সে বলে, "Shema Yisrael, IdonKnow Elohaynu, IdonKnow Echad"। অর্থাৎ, শোন, ও ইসরায়েল, আমি ইশ্বরকে চিনি না, আমি একত্ব জানি না।
>
> যখন একজন সংস্কারপন্থী ইহুদি শ্যামআ উচ্চারণ করে, সে বলে, "Shema Yisrael, Ideny Elohaynu, Ideny Echad"। "শোন, ও ইসরায়েল, আমি ইশ্বরকে অস্বীকার করি, আমি একত্বকে অস্বীকার করি"।[৭]

ধর্মীয় বিশ্বাসের অবক্রমিক মাত্রানুযায়ী আমরা পাচ্ছি অতি ধার্মিক কট্টর ইহুদি, তারপরের অবস্থানে সন্দেহবাদী রক্ষণশীল ইহুদি এবং সবশেষে পাচ্ছি অবিশ্বাসী সংস্কারপন্থী ইহুদি।

ধর্ম থেকে এবার বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যায় যে, একই ধরনের উপ-গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যের আলোকে আমরা বিশেষ শ্রেণির ফোকলোর পেতে পারি। একাডেমিক মানদণ্ডের আলোকে ফোকলোরের নিম্নোক্ত নমুনা বিবেচনা করা যেতে পারে:

> একবার একজন রসায়নবিদ, একজন পদার্থ বিজ্ঞানী এবং একজন অর্থনীতিবিদ একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে আটকা পড়লেন। তাদের কাছে কোনো খাদ্য ছিল না। হঠাৎ করেই তারা এক কেস কৌটাজাত দ্রব্য দেখতে পেলেন, কিন্তু কৌটোগুলো খোলার মতো কোনো উপকরণ তাদের কাছে ছিল না। রসায়নবিদ প্রাকৃতিক ক্যামিকেল খুঁজতে শুরু করলেন যাতে সেটা কৌটোর উপরে দিলেই কৌটোর মুখ গলে যায়। পদার্থ বিজ্ঞানী একটি ধাতব কাঠি তুলে নিলেন এবং হিসেব কষতে বসলেন যে কৌটোর মুখ খুলতে হলে তাকে ঐ কাঠিটির একদিক কৌটোর মুখে রেখে এক খণ্ড পাথর দিয়ে কত জোরে, কত গতিবেগে, কত ডিগ্রি কৌনিকভাবে কাঠির অপর দিকে আঘাত করতে হবে। অর্থনীতিবিদ সহজভাবে একটি কৌটো হাতে তুলে নিলেন এবং বললেন, "আসুন আমরা ধরে নিই যে কৌটোর মুখ খোলাই আছে"। [এই গল্পের কোনো কোনো সংস্করণ অনুযায়ী

এরকম আছে, "আসুন, আমরা ধরে নিই যে, আমাদের একটি কৌটো খোলার ওপেনার আছে"।]

অনেক একাডেমিক বিষয়ের ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক ও সাামাজিক বিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রে, আপনি দুই মতের চর্চা দেখবেন। একদল তত্ত্বে আগ্রহী এবং আরেক দল সমস্যার বাস্তব সমাধানে আগ্রহী। অর্থনীতিবিদরা প্রায়শই তাদের মন্তব্যের ধরনের কারণে একঘরে হয়ে থাকেন; কেননা, তারা বাস্তব তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে কাজ করার চেয়ে "ধরে নিই" তত্ত্বের প্রতি আসক্ত। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চর্চাকারীদের মধ্যেও এরকম ব্যাপার রয়েছে। আমরা ১৯৬৯ সালে একজন পরিসংখ্যানবিদের বলা নিম্নোক্ত পাঠটিতে চোখ বোলাতে পারি:

> একবার এক পদার্থবিদ, একজন পরিসংখ্যানবিদ ও একজন গণিতবিদ একই উড়োজহাজে করে মন্ট্যানা অঙ্গরাজ্যের উপর দিয়ে উড়ছিলেন। একসময় তারা জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে একপাল সাদা ভেড়া দেখলেন, তবে পালের মধ্যে একটি ভেড়া ছিল কালো। পদার্থ বিজ্ঞানী সাদা ভেড়ার পালের মধ্যে কালো ভেড়া থাকার সম্ভাব্যতা হিসেব করতে শুরু করে দিলেন। অপরপক্ষে, গণিতবিদ জানতে পারলেন যে, অন্তত একটি ভেড়া আছে যার গায়ের রঙ কালো।[৮]

যখন আমরা তাত্ত্বিকভাবে এই ধারণায় উপনিত হই যে, কোনো গোষ্ঠী বা দলে ছোট ছোট উপদল বা উপগোষ্ঠী থাকে (যেমন, পদার্থ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিশেষায়িত বিষয় থাকে), তখন প্রশ্ন উঠতে পারে: একটি ফোক গোষ্ঠী সর্বনিম্ন কত ছোট হতে পারে? ফোকের সংজ্ঞায় পৌঁছানোর উদ্দেশ্য নিয়ে তর্কের খাতিরে আমি বলতে চাই যে, সর্বনিম্ন দুইজন ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি ফোক হতে পারে। দুজন ব্যক্তি মিলে বিশেষ ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব — এর মধ্যে থাকবে তাদের শারীরিক ভঙ্গি, অশ্লীলতা এবং ইত্যাদি বিষয়-বৈচিত্র্য। এভাবে অবশ্যই অত্যন্ত সীমাবদ্ধ "ফোক" হয়। আমার অনুমান, কেউ কেউ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য এ ধরনের প্রশ্নও তুলতে পারে যে একজন ব্যক্তিই একটি "ফোক" হতে পারে কি না; যদি সেই ব্যক্তি বিশেষভাবে চিহ্নিত করার মতো শারীরিক ভঙ্গি, পরিভাষা ইত্যাদির ধারক-বাহক হয়? সেই ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ কি ফোকলোর হবে? আমি বলবো—না, হবে না। আমার যুক্তি হলো ফোক হতে হলে জনসমষ্টির বহুত্ববাদের চর্চা থাকতে হয়। ব্যক্তির বিশিষ্ট চিন্তারীতি বা স্বভাব থাকে; তবে, দুজন ব্যক্তি হলে পারস্পারিক চিন্তারীতি বা স্বভাবের সমন্বয়ে ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা থাকে, যখন সেই সম্ভাবনা স্বীকৃতিলাভ করে, তখন তাদের সমন্বিত রূপকে ফোক বলা যায়। আমাকে অবশ্যই জোর দিয়ে বলতে হবে যে, দুই ব্যক্তির ফোক একটি তাত্ত্বিক ব্যাপার। পরিবারই হচ্ছে ক্ষুদ্রতম ফোক, যা বর্তমানকালের ফোকলোরিস্টদের গবেষণার আওতায় পড়ে। এটাও উল্লেখ করতে হবে যে, প্রকৃতপক্ষে ফোক গবেষণায় ধর্ম ভিত্তিক, পেশা ভিত্তিক বা নৃগোষ্ঠী ভিত্তিক ফোক নির্ণয় করা হয় এবং এক-একটি ফোকে হাজার হাজার স্বতন্ত্র সদস্য থাকে।

এটা স্মরণ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, একটি ফোকের অন্তর্গত স্বতন্ত্র ব্যক্তিরা একজন আরেকজনকে চিনবে সেটা অত্যাবশ্যক নয়। আমরা যদি মর্মন্‌স [Mormons] (মর্মন ধর্মের অনুসরী) বা লুম্বারজ্যাকস (কাঠুরে শ্রেণির বনজীবী) ফোকলোরের কথা বলি, আমরা আসলে তাদের লোকগল্প, উপকথা, লোকগান, কুসংস্কার, লোকবক্তৃতা ইত্যাদির কথা বলি; কেননা, সেগুলো মর্মন জনগণের প্রত্যেক ব্যক্তি বা লুম্বারজ্যাক জনজাতির প্রত্যেক সদস্য নিজস্ব জনসমষ্টির অংশ হিসেবে লালন-পালন করে। তার মানে এই নয় যে, প্রত্যেক লুম্বারজ্যাক ব্যক্তি লুম্বারজ্যাক ফোকলোরের প্রতিটি উপদান সম্বন্ধে জানে। আমরা যদি প্রত্যেক লুম্বারজ্যাক ব্যক্তির ফোকলোরের সামষ্টিক তালিকা তৈরি করি, তাহলে দেখব পুরো লুম্বারজ্যাক গোষ্ঠীর ফোকলোর পেয়ে গেছি। এক্ষেত্রে দেখা যাবে, অনেক ওভারল্যাপ হচ্ছে, দুজন লুম্বারজ্যাক একই উপদানসমূহের প্রতিনিধিত্ব করছে, যদিও বয়সভেদে কিছু রকমফের হবার কথা, স্থানভেদে (যেমন—মেইনে বা অরেগনে বসবাসকারী দুজনের মধ্যে পার্থক্য হবে) এবং নিজ নিজ জীবনাভিজ্ঞতার ভিন্নতার কারণেও ব্যক্তির ফোকলোরের পার্থক্য হবে। সম্ভবত, দুই স্থানের, প্রেক্ষাপটের দুই দল লুম্বারজ্যাকের ফোকলোর খাপে খাপে মেলার সম্ভাবনা নেই — দুজন ব্যক্তিও হুবহু একইভাবে একই ফোকলোরের ধারক-বাহক হবে না। তো, তাত্ত্বিকভাবে একই জাতির দুই দলের ফোকলোর কেবল তাত্ত্বিকভাবেই একরকম হওয়া সম্ভব। এভাবে, লুম্বারজ্যাক **ক** এবং লুম্বারজ্যাক **খ** একই ঐতিহ্য সমভাবে দেখবে এমন নয়; তবে লুম্বারজ্যা **গ** বা অপরাপর লুম্বারজ্যাকরা **ক** এবং **খ** উভয়ের ফোকলোর ঐতিহ্যগতভাবে বহন করে হয়তো।

খুব কম ফোকলোরিস্ট এটা নিশ্চিত হবার চেষ্টা করেন যে, একটি ফোক গোষ্ঠীর ঠিক কতজন ব্যক্তি বিশেষ ফোকলোর উপাদান সম্পর্কে জানে ও তা চর্চা করে। (ফোকলোরিস্টরা এই তদন্তের চেষ্টাও করে না যে একজন তথ্যদাতা পুরো জনগোষ্ঠীর ফোকলোরের ঠিক কতগুলো দিক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ও সেগুলোর কতগুলি নিজের জীবনে চর্চা করে।) একই বর্ণনাকারীর কাছ থেকে অনেক লোকগল্প সংগ্রহ করা সম্ভব; তবে, লোকসংগীত, লোকবক্তব্য বা লোকখেলা সম্পর্কে সেই একই তথ্যদাতার জ্ঞানের উপর আদৌ ভরসা রাখা সম্ভব নয়। "ইউরোপিয়ান ফোকলোরিস্টদের প্রশ্নমালা সাধারণত একইরকম হয়, কিন্তু, প্রত্যেক আইরিশ ব্যক্তি যে আইরিশ ফোকলোরের নির্দিষ্ট কিছু উপাদান জানবেই তেমন ধরনের তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করা আরও কঠিন ব্যাপার"।

একটি ফোক গোষ্ঠীর আকার নির্ধারণ করার জটিলতা নিয়ে খানিকটা আলাপ করা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে **রিডার্স ডাইজেস্ট** সম্পৃক্ত ফোকলোর আছে। **রিডার্স ডাইজেস্ট** সম্পৃক্ত নিম্নোক্ত তিনটি ফোকলোর সম্পর্কে কতজন আমেরিকান অবগত তা নিশ্চিত হওয়া সহজসাধ্য নয়। প্রতি মাসে রিডার্স ডাইজেস্টের ১৮ মিলিয়নেরও বেশি কপি বিক্রি হয় এবং বেশিরভাগ কপিই একাধিক ব্যক্তি পাঠ ক'রে থাকেন। আমেরিকানদের মধ্যে যারা রিডার্স ডাইজেস্ট পড়েন না, তাদের মধ্যে অনেকেই ডাক্তার বা ডেন্টিস্টের অপেক্ষাগারে রাখা **রিডার্স ডাইজেস্ট** একবার বা একাধিকবার নেড়েচেড়ে দেখেন। আমি আরও বলতে চাই, বিপুল সংখ্যক আমেরিকান যারা রিডার্স ডাইজেস্টের পাঠক বা কোনো না কোনোভাবে রিডার্স ডাইজেস্টের সাথে পরিচিত, তাদের সবাই এই প্রকাশনা সম্পর্কে অন্তত তিনটি কৌতুক

উল্লেখ করতে পারবেন না। তবে এই কৌতুকগুলো আছে এবং সেগুলো কোনো-না-কোনো তথ্যদাতার কাছ থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। অতএব, আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, যারা এই কৌতুকগুলো সৃষ্টি করেছে, অন্যদের মধ্যে সঞ্চারিত করে এবং যারা এগুলো উপভোগ করে, তাদের সবার সমন্বয়ে একটি ফোক গোষ্ঠী হয়। আমি স্বীকার করছি যে, এই ফোক গোষ্ঠী ঠিক কতজন আমেরিকানের সমষ্টি; তবে এটা বলতেই পারি যে, এই সংখ্যা অবশ্যই দুইয়ের অধিক!

প্র: কীভাবে একজন আমেরিকানকে (*WASP) তথ্যশূন্য রাখা যায়?
উ: ওর কাছ থেকে *রিডার্স ডাইজেস্ট* নিয়ে নাও।
প্র: কীভাবে একজন আমেরিকানকে ভুল-তথ্যপূর্ণ করে তোলা যায়?
উ: ওকে ওর *রিডার্স ডাইজেস্ট* ফিরিয়ে দাও।[৯]

এই কৌতুক থেকে এটা বোঝা যায়, আমেরিকান ফোক তাদের প্রশ্নের ভাষায় WASPs অন্তর্ভূক্ত করতে পেরেছে। WASP লোক ভাষার একটি উপাদান। প্রথাগতভাবে এটা দিয়ে সাদা, অ্যাঙ্গলো-স্যাক্সন, প্রোটেস্ট্যান্ট (White, Anglo-Saxon, Protestant) বোঝায়। (আমি মনে করি, WASP পুরো আমেরিকান জনগণের এক বিরাট অংশ, একটি ফোকলোর উপাদান)। এই কৌতুকে গড়পড়তা আমেরিকানদের ডাইজেস্টের উপর, অর্থাৎ, সংক্ষেপিত সংবাদ, তথ্য ইত্যাদির উপর নির্ভরতাকে ঠাট্টা করা হয়েছে, যদিও স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়নি যে, এ ধরনের সংক্ষেপিতকরণের প্রবণতা ভেজাল উপহার দেয়।

আপনারা কি Star Spangled Banner (আমেরিকার জাতীয় সংগীত) এর *রিডার্স ডাইজেস্ট* সংস্করণ সম্পর্কে জানেন?

এর থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, *রিডার্স ডাইজেস্টের* প্রবণতাই হলো সংক্ষিপ্তকরণ, (দেশপ্রেমমূলক বিষয়বস্তুর প্রতি বিশেষ ঝোঁক থেকে!) এমনকি পুরো একটি বইকেও গুটিকয় পৃষ্ঠায় নিয়ে আসা। তৃতীয় উদাহরণটিতে দেখা যাবে, লেখার মান সংক্রান্ত ফর্মুলা অনুসরণের অজুহাতে, সাফল্যের গল্পগুলো উত্তম পুরুষে লেখা হয় এবং এগুলোর সাধারণ থিম হয় রাজনৈতিক রক্ষণশীলতা ও ধর্ম।

এক ব্যক্তি ভূ-প্রকৃতিক জরিপকাজে নিয়েজিত ছিলেন। একটা অ্যাসাইনমেন্ট উপলক্ষ্যে ছয় মাসের জন্য তাকে উত্তর মেরুতে একটি ছোট্ট তাঁবুতে থাকতে হয়েছিল। প্রতিদিন তিনি বাইরে বেরুতেন এবং বৃষ্টিপাত মাপতেন। তার তাঁবুতে

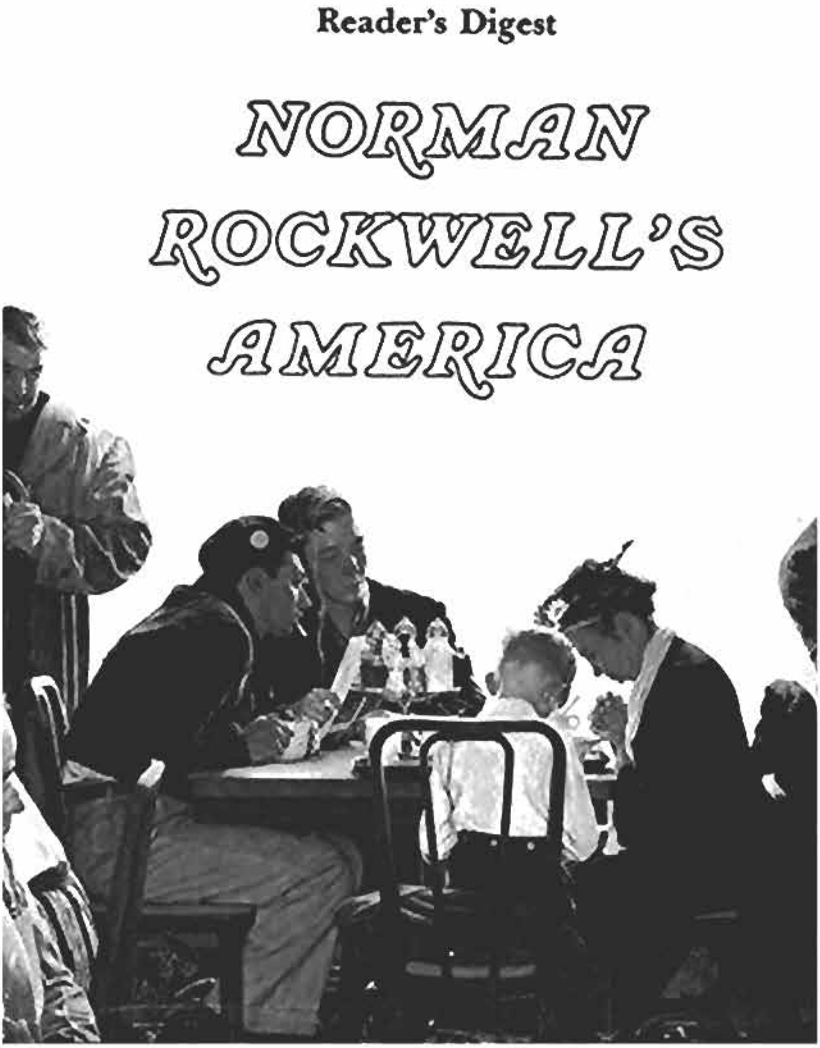

রিডার্স ডাইজেস্টের প্রচ্ছদ

ছিল স্তুপের পর স্তুপ *রিডার্স ডাইজেস্ট*। ১৯৪৫ সাল থেকে সে সময় পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় সব সংখ্যাই ছিল এবং এগুলো পড়া ছাড়া তার আর কোনকিছু করার ছিল না। সেগুলো পড়তে পড়তে একদিন তিনি ভাবলেন, "বেশ, আমি তো *রিডার্স ডাইজেস্টের* জন্য গল্প লিখতে পারি, কারণ, আমি এখানে লেখার ফরমেট বুঝে গেছি"। সুতরাং, তিনি একটি গল্প লিখে *রিডার্স ডাইজেস্টে* পাঠিয়ে দিলেন। কিছু সময় পরেই তিনি একটি ফিরতি চিঠি পেলেন, "প্রিয় স্যার,

আপনার লেখা "I fucked a Polar Bear," আমরা দারুণ উপভোগ করলাম। তবে, আমাদের প্রকাশনা ফ্যামলি ম্যাগাজিন হওয়ায় এটা আমাদের উপযুক্ত নয়, আপনার স্টাইল আমাদের পছন্দ হয়েছে, আপনি চেষ্টা চালিয়ে যান'। ভদ্রলোক ভাবলেন যে তিনি কিছু একটা ভুল করেছেন। তিনি আরও ৩০০ *রিডার্স ডাইজেস্ট* পড়লেন এবং ভাবলেন, "আহ, এবার হবে"। তিনি আরেকটি গল্প লিখে পাঠিয়ে দিলেন। আবার একটি চমৎকার চিঠি পেলেন, "প্রিয় স্যার, আপনার গল্প আপনার প্রতি আমাদের আগ্রহ বাড়িয়েছে, আমরা আপনার "I fucked a Polar Bear for the FBI" পড়ে মজা পেয়েছি। কিন্তু, ফ্যামিলি ম্যাগাজিন হওয়ায় আমরা মনে করি না যে আমেরিকান সাহেব-বিবিরা এ ধরনের গল্প পড়তে চাইবে। কিন্তু, প্লিজ, প্লিজ, আপনি লিখে যান এবং আমাদের কাছে পাঠাতে থাকুন, কারণ, আপনার স্টাইল আমাদের অভিভূত করেছে।" সুতরাং, তিনি আরও পড়লেন, এবং আরেকটি গল্প লিখে পঠিয়ে দিলেন। তার সপ্তাহ খানেক পর তিনি আরেকটি চিঠি পেলেন, "অভিনন্দন, স্যার, আপনার গল্পের জন্য আমাদের চেক গ্রহণ করুন। আপনার গল্প নির্বাচন করতে পেরে আমরা আনন্দিত। আমরা ঘোষণা করছি যে, আগামী সংখ্যায় আপনার গল্প "I fucked a Polar Bear for the FBI and found God" প্রকাশিত হবে।"[১০] [অন্য সংস্করণ অনুযায়ী এরকমও বলা হয় — আপনি কমিউনিস্ট-বিরোধী থিম চমৎকার প্যারোডি করেছেন। আপনার রচনা "I fucked a Russian bear for the FBI and found God" আমরা আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করতে যাচ্ছি। যাইহোক, একজন তথ্যদাতা জানিয়েছেন যে, এই গল্পটি আসলে ১৯৪৯ সালে নিউ ইয়র্ক এলাকায় প্রচারিত একটি বিজ্ঞাপন।]

যদি এইসব উপাদানে ফোকলোর তৈরি হয়, — এবং আমি বুঝতে পারি না কিসের ভিত্তিতে এগুলোকে বাদ দেওয়া সম্ভব — আমার প্রশ্ন "ফোক কারা?" এর উত্তর আমাদেরই দিতে হবে: যে কেউ ফোক, যারা কিনা এসবের কোনো-না-কোনো উপাদানের গল্প বলে বা শোনে। ফোকের সদস্যরা একটি পরিবার, অঞ্চল, পেশা বা নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এখন, আমরা ঊনবিংশ শতকের ফোকের সংজ্ঞা হিসেবে যে "সাক্ষর সমাজের ভেতরে থাকা নিরক্ষর জনগণ" সঠিক নয়, বলতে পারি। আমরা দেখছি, সাক্ষররাও ফোক। ফোক হতে পারে একটি জাতীয় (আসলে আন্তর্জাতিক) ম্যাগাজিনের নিয়মিত অথবা অন্তত অনিয়মিত পাঠকদের সমষ্টি। এক্ষেত্রে, ফোক গ্রামীণ বা নিম্নবর্গের নয়। অনেকেই শহুরে এবং মধ্যবিত্ত — অবশ্য যদি এ ধরনের তকমা দেওয়ার প্রতি আর কারো আগ্রহ থাকে। আধুনিক ফোকলোরিস্টদের জন্য এসব বলতে আর কূটাভাষের আশ্রয় নেবার দরকার নেই। শহুরে বা নগরীয় ফোক আছে, যেমনটা আছে গ্রামীণ ফোক।

আরেকটি বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। একদিকে রাখা হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে, আরেকদিকে ফোকলোর। এর আংশিক কারণ হলো, নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর ব্যাপার হিসেবে ফোকলোরকে দেখা হতো। আরেকটি ভুল করা হতো এই ভেবে যে, সাক্ষরতা বাড়ার

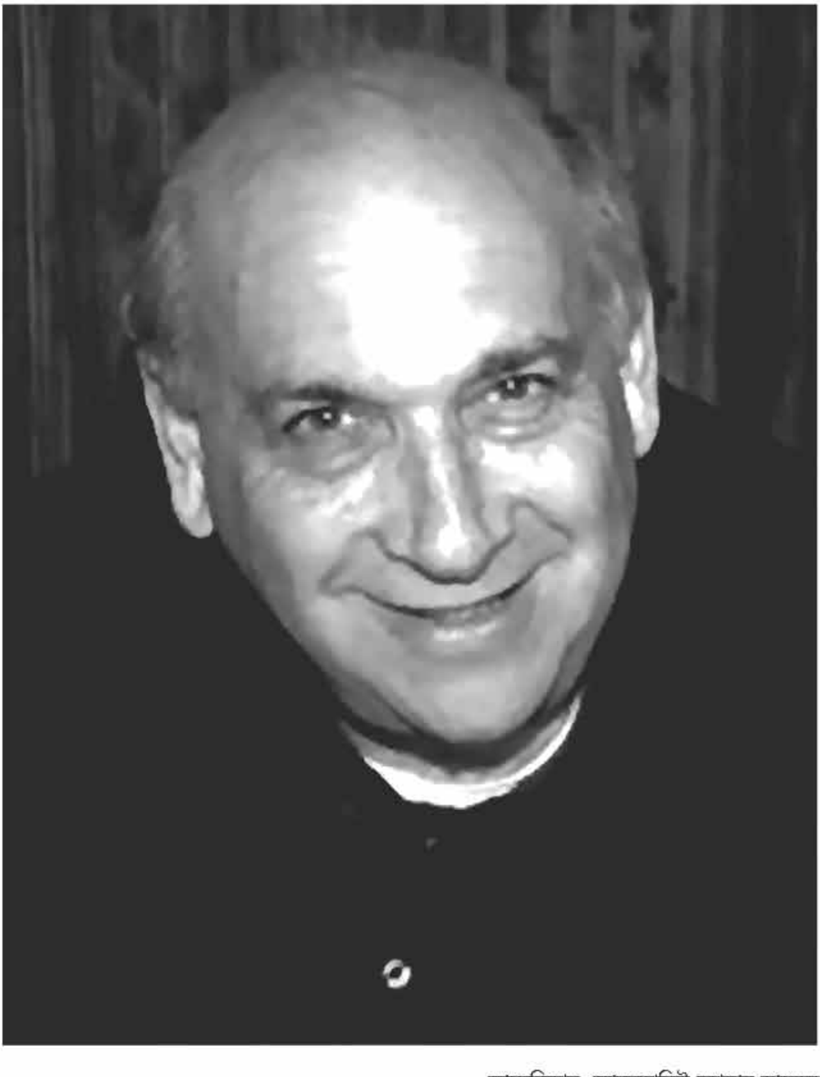

আমেরিকান ফোকলোরিস্ট অ্যালান ডান্ডেস

সাথে সাথে ফোকলোর লুপ্ত হতে থাকবে। মনে করা হতো যে, যোগাযোগ পদ্ধতিগুলোর ওপর প্রযুক্তির ব্যাপক প্রভাব ফোকলোরের বিলুপ্তিকে ত্বরান্বিত করছে। ভুল! বরং, টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন, জেরক্স মেশিন ইত্যাদি প্রযুক্তি ফোকলোর সঞ্চারণের গতিবৃদ্ধি করেছে। আগে তথ্য এক দেশ থেকে আরেক দেশে পৌঁছাতে যেখানে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস লেগে যেত, সেটা এখন সেকেন্ডেই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রযুক্তি নিজেই এখন ফোকলোরের বিষয় হয়ে উঠেছে। পরীক্ষণ বিজ্ঞানীরা (ও প্রকৌশলীগণ)

অ্যাপল কম্পিউটারের উদ্ভাবক স্টিভ জবস্ এবং স্টিভ ওজনিয়াক
কম্পিউটার টেকনোলজিকে নির্ভর করেও ফোকলোর জন্মলাভ করছে আধুনিক বিশ্বে

মিলে এখন একটি ফোক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে এবং এনাদের নিজেদের ফোকলোর আছে। উদাহরণ স্বরূপ, মারফির নীতি ও এর ফলাফল এখন এই ফোক গোষ্ঠীর চমৎকার ফোকলোর হয়ে উঠেছে। মারফির নিয়মের অনেক সংস্করণ আছে, তবে সাধারণভাবে এটাই সর্বজনবিদিত যে, "যদি কিছু ভুল হয়, তো ভুলই হয়ে যাবে"। মহাবিশ্বকে নীতি ও নিয়মের মধ্যে সংক্ষিপ্ত করে প্রকাশ করার প্রবণতা এতটাই প্রকট হয়ে উঠেছে যে, আমরা দেখি, পরীক্ষণের ভুলত্রুটিগুলোও "নিয়ম" এর কোড দিয়ে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে, সেগুলো বৈজ্ঞানিক সমাজের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অভিকাঙ্ক্ষার – ভবিষ্যবাচ্যতা ও নিয়মানুবর্তিতার – নিশ্চয়তা দেয়।

সুতরাং, প্রযুক্তি ফোকলোরকে হটাচ্ছে না; বরং, প্রযুক্তি হয়ে উঠছে ফোকলোর সঞ্চারণের গুরুত্বপূর্ণ উপায় এবং এটা নতুন ফোকলোর প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উত্তেজনাকর উৎস। কম্পিউটারের উত্থান আধুনিক বিশ্বের উপর প্রযুক্তির প্রভাবেরই প্রতীক। আমার বলার কথা হলো এই যে, কম্পিটারকে ঘিরে ফোকলোর তৈরি হয়েছে। কম্পিউটার প্রোগ্রামারদের মধ্যে বিশেষ ধরনের প্রযুক্তি প্রভাবিত কৌতুক পাওয়া যায় – এই প্রোগ্রামারদের অনেকেই কৃ ত্রিম প্রোগ্রাম বানায়, অনেকেই কম্পিউটার ভাষায় ব্যবহৃত নানা টার্মিনলজিতে দক্ষ। ১৯৫৮ সালের প্রারম্ভে একটি কৌতুক চালু হয়েছিল, যেটা ছিল একটি কম্পিউটারের পক্ষে মেটাফোর

কথাসাহিত্যিক ও অনুবাদক নূরুননবী শান্ত

নিয়ে কাজ করার জটিলতা সম্পর্কে। যেমন, কম্পিউটারে "the spirit is willing by the flesh is weak," (বাংলা প্রবাদ, 'পেট ভরে তো চোখ ভরে না' এর কাছাকাছি) এর অনুবাদ হয় "the liquor is good but the meat is terrible"। আমেরিকান জনগণ কম্পিউটারকে সমসাময়িক ফোকলোরের চরিত্র হিসেবে যদিও এখনো গণ্য করছে না, কিন্তু উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছে। পুরোনো ঐতিহ্যবাহী ইস্যু; যেমন—ঈশ্বরের প্রকৃতি (স্বভাব) ও মানুষের প্রকৃ

তি (স্বভাব) কম্পিউটার ফোকলোরে নতুনরূপে আবির্ভূত হয়েছে। এই ফোকলোরের প্রধানতম থিম হলো মানুষের জায়গা মেশিন কর্তৃক দখল হয়ে যাওয়ার ভয়। (এটা তো খুবই বাস্তব সমস্যা যে ফ্যাক্টরিগুলোতে অটোমেশন পদ্ধতি প্রসারিত হচ্ছে, আর শ্রমিকদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাচ্ছে)। কম্পিউটার সংক্রান্ত অনেক কৌতুকের ভিত্তিই হলো এই যে, দুনিয়ার সমস্ত জ্ঞান একটিমাত্র কম্পিউটারে ঢুকিয়ে রাখা সম্ভব। এই আলোচনা শেষ করার আগে আধুনিক ফোকলোরের তিনটি উদাহরণ দিতে চাই:

১) দুনিয়ার সব বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তারা একটি চূড়ান্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করবেন – আল্লাহ কি আছে? এজন্য, তারা একটি বিরাট কম্পিউটার তৈরি করলেন। কম্পিউটারটি এত জটিল ও চমকপ্রদ যে বিশ্ব এর আগে কখনোই এমন কিছু দেখে নি। দুনিয়ার সমস্ত জ্ঞান প্রোগ্রাম বনিয়ে তারা এর মধ্যে পুরলেন। তারপর তারা মহাপ্রশ্নটি এতে রাখলেন। মেশিনটি কিছু সময়ের জন্য মিট মিট করে জ্বললো-নিভলো, বোঁন বোঁন করে ঘুরলো এবং শেষে খানিকক্ষণ ভন ভন শব্দ তুলে উত্তর দিল... "এই মূহুর্তে আছে!"[১১]

২) পৃথিবীর বৃহত্তর কম্পিউটার সুবিধাকে ঘিরে একজন সন্দেহবাদীর আবির্ভাব হলো। তাকে বলা হলো যে, এই কম্পিউটারে দুনিয়ার তাবৎ জ্ঞান প্রোগ্রাম করে ভরা আছে এবং তাকে আমন্ত্রণ জানানো হলো কম্পিউটারকে যেকোন প্রশ্ন করার জন্য, কম্পিউটার তার প্রশ্নের উত্তর দেবে। "যেকোনো প্রশ্ন?" "হ্যাঁ, যেকোনো প্রশ্ন"। তো, লোকটি জিজ্ঞেস করলো, "এই মূহুর্তে আমার বাবা কোথায়?" "বেশ", ব'লে কম্পিউটার অপারেটর প্রশ্নটি ইনপুট হিসেবে কম্পিউটারে দিলেন। বেশ কয়েক সেকেন্ড ধরে কম্পিউটারে আলো জ্বললো-নিভলো, একর পর এক ক্লিক ক্লিক শব্দ হলো, তারপর একটি প্রিন্ট-আউট বেরিয়ে এলো, যাতে লেখা, "তোমার বাবা এখন ক্যালিফোর্নিয়ার বাজা উপকূলে মাছ ধরতে গেছেন"। কম্পিউটার অপারেটর জিজ্ঞেস করলেন, "ঠিক আছে তো?" লোকটি বললো, "না, এটা ভুল উত্তর। আমার বাবা এখন ডেনভারে, *আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্স* এর একটি সভায় আছেন"। অপারেটর জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি নিশ্চিত?"। "হ্যাঁ, আমি গত রাতেই তার সাথে কথা বলেছি"। "বেশ, আমরা তাহলে আরেকবার চেষ্টা করি"। অপরেটর আবার প্রশ্নটি ইনপুট দিলেন, "আমার বাবা এখন কোথায়?" আবারও আলোর ফ্ল্যাশ, ক্লিক ক্লিক শব্দ, তারপর একটি প্রিন্ট-আউট বেরিয়ে এলো, "তোমার বাবা এখন ক্যালিফোর্নিয়ার বাজা উপকূলে মাছ ধরতে গেছেন"। এইবার কম্পিউটার অপারেটর চিন্তিত হলেন। এটা ইনস্টল করতে কয়েক মিলিয়ন ডলার লেগেছে। "আসুন, আমরা আরেকবার চেষ্টা করি"। এবার "আমার বাবা এখন কোথায়?" এই প্রশ্নের ইনপুট দেবার পাশাপাশি মেমোরি ব্যাংক সার্চ করার জন্য কিছু

> অতিরিক্ত নির্দেশনা দেয়া হলো। আলোর ফ্ল্যাশ, ক্লিক ক্লিক শব্দের পর একটি প্রিন্ট-আউট বেরিয়ে এলো, "তোমার বাবা এখন ক্যালিফোর্নিয়ার বাজা উপকূলে মাছ ধরতে গেছেন; যে লোকটি তোমার মাকে বিয়ে করেছেন তিনি এখন ডেনভারে, *আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্স*-এর একটি সভায় আছেন"।[১২]

এটা একটা উদ্বেগের বিষয় যে, কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে সেই ব্যক্তি নিজে যতটা তথ্য জানে, কম্পিউটার ডাটাবেজে সংরক্ষিত থাকে তার থেকে অনেক বেশি তথ্য। আজকাল মানুষ অনেক বেশি করে তার ব্যক্তিগত প্রোফাইলে প্রবেশের অধিকারের দাবিতে সোচ্চার (এবং সে অধিকার তাদের আছেও)। সবশেষে যে উদাহরণটি দিচ্ছি, এতে বোঝা যাবে, এটা নিজেই একটা ফোকলোর — কৌতুক বলার পদ্ধতিসহ — যা মানুষকে মেশিন থেকে আলাদা করে, অথবা, আদৌ আলাদা করে কি?

> ৩) একটি সুপার কম্পিউটার তৈরি করা হলো এবং দুনিয়ার সব রকমের জ্ঞান এতে প্রোগ্রাম করে ঢোকানো হলো। সেরা বিজ্ঞানীরা একত্রিত হয়ে এই কম্পিউটারে একটি প্রশ্ন রাখলেন: "কম্পিউটার কি মানুষকে হটিয়ে দেবে?" ক্লিকেটি, ক্লিক, ঘোঁর, ঘোঁর, আলোর চমক, জ্বলে ওঠা, নিভে যাওয়া। অবশেষে একটি প্রিন্ট-আউট বেরিয়ে এলো, "এ থেকে আমার একটি গল্প মনে পড়লো"।

তাহলে, ফোক কারা? অন্যান্যদের মধ্যে, আমরাই!

টীকা

১. ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আমার দুই শিক্ষার্থী জনি গ্রিন ও পামেলা ইয়াজম্যান ক্যালিফোর্নিয়ার মার্টিনেজের একটি একটি ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে এই পঠন সংগ্রহ করে। ফলে, কৌতুকগুলো সরাসরি এই লেখকের নিজস্ব রিপার্টোয়ার (সমন্বয় — সাধারণত থিয়েটার পরিবেশনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। অনু.) নয়।

২. ক্যালিফোর্নিয়ার হামবোল্টের একটি অর্কেস্ট্রার পরিচালক চার্লস ফাকারসনের কাছে শুনে অ্যান্ড্রু ম্যাগসানি ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে এই পঠন সংগ্রহ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, দর্শকদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভায়োলিন চোখে পড়বে বামদিকে এবং ভায়োলা ডানদিকে।

৩. এই পঠন ১৯৭৪ সালের জুলাই মাসে সান ফ্রান্সিকোর এড প্রেসটিসের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন ফিলিপ লিয়ন।

৪. বার্কলে এর কার্ল এন. কোল এর কাছ থেকে মাইকেল ম্যাককেননা এই পঠন সংগ্রহ করেছিলেন ১৯৬৪ সালের জুন মাসে। মি. কোল ১৯৫০ সালে সেন্ট লুইস-এ অনুষ্ঠিত এক প্যাশনিস্টস্ সেমিনারে এই গল্প শুনেছিলেন বলে জানান।

৫. এই পঠনটিও মাইকেল ম্যাককেন্না সংগ্রহ করেছিলেন অকল্যান্ডের একজন ধর্মনিরপেক্ষ ক্যাথ লিক যাজক আড্রেয়ান ম্যাককেন্নার কাছ থেকে ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে।

৬. এই পঠনটি সংগ্রহ করেছিলেন ক্যালিফোর্নিয়ার সান ম্যাটিও-এর মার্সিয়া স্কলনিক তার মনঃচিকিৎসক বাবা ড. অ্যালেক্স স্কলনিকের কাছ থেকে ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে। ড. স্কলনিক জুদাইজম এর এর সংস্কারকে বর্ণনা করেছেন 'রক্তপাতহীন ক্ষত' হিসেবে। তিনি জানান যে, ১৯৫৮ সালে সান ফ্রান্সিসকোতে তিনি এই কৌতুকটি শুনেছিলেন।

৭. মাইকেল জিগলার ১৯৭৬ সালের নভেম্বর মাসে এই পঠন সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি ১৯৭৪ সালে অকল্যান্ডের টেম্পল অফ সিনাই-এ রাব্বি হ্যারল্ড স্কালওয়েজ নামের এক কট্টোর রাব্বির কাছে প্রথম শোনেন এই কৌতুক।

৮. এই কৌতুকটি সংগ্রহ করেছেন একজন প্রকৌশল শিক্ষার্থী। ১৯৬৯ সালে বার্কলেতে আপার ডিভিশন পরিসংখ্যান পড়ানোর সময় ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক লেসটার সি. ডাবিনস্ এই কৌতুকটি বলেছিলেন।

৯. ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে জন মার্দল্যান্ডের কাছ থেকে এই পঠন পাওয়া যায়। তিনি বার্কলেতে ১৯৬৭ সালে এটি শুনেছিলেন।

১০. ১৯৬৫ সালে জানুয়ারিতে বার্কলে এর ক্যারোলিনা ক্লেয়ারের কাছ থেকে শুনে লিয়া জ্যাকশন এই পঠন সংগ্রহ করেছিলেন।

১১. ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে বার্কলের ক্র্যানডাল বে-এর কাছ থেকে শুনে জয়েস প্যাভিসো এই পঠন সংগ্রহ করেছিলেন।

১২. এই কৌতুকটি আমিই শুনেছিলাম। ডেনভারের একটি শ্রমিক সংগঠনের সভায় কৌতুকটি প্রথ মবার বলা হয়েছিল বলে জানা যায়। আমি যে পঠন উল্লেখ করেছি সে সংস্করণে ডেনভার শহরের নাম উল্লেখ আছে। বিংশ শতকের ষাটের দশকে কোন এক সময় এই কৌতুকটি আমি শুনেছি।

গ্রন্থপঞ্জি

Bauman, Richard 1971. *Differential Indentity and the Social Base of Folklore.* Journal of American Folklore 84:31-41

Boggs, Ralph Steele 1984. Lo 'primitivo' y Lo Material en el Folklore. *Revista del Instituto Nacional de la Tradicion* 1:30-35

Burne, Charlotte Sophia 1914. *The Handbook of Folklore.* London : Sidgwick & Jackson.

Dundes, Alan 1965. *The Study of Folklore.* Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.

_ 1966. The American Concept of Folklore. *Journal of the Folklore Institute* 3: 226-49

Foster, George M. 1953. What is Follk Culture? *American Anthropologist* 55 :159-73

Hultkrantz, Ake 1960. *General Ethnological Concepts.* Copenhagen: Rosenkilde and Bagger.

Jacovella, Bruno 1948. Nota de la Redaccion. *Revista del Instituto Nacional de la Tradicion* 1:35-38

Lang, Andrew 1884. The Method of Folklore. In *Custom and Myth*, pp. 10-28. London : Loagmans, Green, and Co.

Legros, Elisee 1966. *Sur les noms et les tendances du folklore.* Liege: Editions du Musee Wallon.

Paredes, Americo 1969. Concepts about Folklore in Latin America and the United States. *Journal of the Folklore Institute* 6:20-38

Redfield, Robert 1947. The folklore Society. *American Journal of Sociology* 52:293-308

Simpson, Georgiana R. 1921. *Herder's Conception of 'Das Volk'.* Chicago University of Chicago Libraries.